
মারিফাত
সংকলন ও সম্পাদনায়
তাইয়েবুর রহমান

"বিতারিত শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।"

মারিফাত (পরিচয়-জ্ঞান)

আল্লাহ্ বলেন,

আমি জ্বীন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। সূরা যারিয়াত, আয়াত:৫৬

তোমরা কি মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না? সূরা মুনিনুন, আয়াত:১১৫

তিনি মৃত্যু ও জীবন জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম কর্মশীল। সূরা মূলক, আয়াত:২

তিনি নিরক্ষর জাতির মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত (সুন্নাত) শিক্ষা দেন, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গোমরাহীতে। সূরা জুমুআ, আয়াত:২

শীগ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য। সূরা হামীম আস-সিজদা, আয়াত:৫৩

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খেলাধুলা ও নিরর্থক কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং তার উপর অতি শ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মানুষ অনাদি না হলেও অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। তার দেহ মাটি নির্মিত এবং তুচ্ছ হলেও মহান আল্লাহর সাথে তার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের প্রারম্ভে যদিও পশু ও শয়তানের ভাবসমূহে জড়িত থাকে তথাপি সত্য জ্ঞানের প্রভাবে সকল প্রকার দোষ–ত্রুটি হতে পবিত্র হয়ে সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপযোগী হয়ে উঠে। মানুষ গভীরতম কূপে (আসফালুস সাফিলীন) নিমগ্ন হতে পারে আবার সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখর সর্ব্বোচ্চ ইল্লীন পর্যন্ত উপনীত হতে পারে। পশু ও শয়তানের স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে কাম ও ক্রোধের

বশীভূত হওয়াকেই সর্বনিম্ন স্তর আসফালুস সাফিলীনে নিমগ্ন হওয়া বলে। অপরপক্ষে মানুষ যখন সদগুনে বিভূষিত হয়ে ফেরেশতার স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং কাম ও ক্রোধ তার গোলাম (আজ্ঞাধীন) হয়ে পড়ে তখনই সে সর্ব্বোচ্চ স্তর ইল্লীনে উপনীত হয়। এই মর্যাদায় উন্নীত হলেই মানুষ আল্লাহর ইবাদতের উপযুক্ত হয়। কি উপায়ে কুপ্রবৃত্তি ও কুস্বভাব বিদূরিত করা যায় এবং কি উপায়ে সৎপ্রবৃত্তি ও সৎস্বভাব দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করা যায়? যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ এই সকল উপায় মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তুমি কি? কোথা হতে এসেছো? কোথায় যাবে? পৃথিবীতে কেন এসেছো? তোমাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমার সৌভাগ্য কি? কিসে

ইহা নিহিত রয়েছে? তোমার দুর্ভাগ্য কি? কিসে ইহা লুকায়িত রয়েছে? তোমার মধ্যে যে সমস্ত গুণ আছে, তারমধ্যে কিছু গুণ চতুষ্পদ জন্তুর, কিছু গুন শয়তানের, কিছু গুণ ফেরেশতার। কোন গুণ কি কারণে উৎপন্ন হয়? যতদিন তুমি এই সকল বিষয় না জানবে ততদিন তুমি স্বীয় সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। বুযুর্গগণ বলেন, যে নিজকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে। এই পরিচয় জ্ঞানই মারিফাত।

জ্ঞান

তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন এবং যাকে জ্ঞান দান করেন, সে কল্যান লাভ করে, জ্ঞানী লোক ব্যতীত কেহই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৯

সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান। সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৭

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। সূরা মুজাদালাহ, আয়াত:১১

নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাকে ভয় করে। সূরা ফাতির, আয়াত:২৮

যে ব্যক্তির অন্তঃকরন আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সে তার পালনকর্তার নূরের উপর প্রতির্ষ্ঠিত। সূরা যুমার, আয়াত:২২

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। সূরা তালাক, আয়াত: ২

বল, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমপর্যায়ের? জ্ঞানী লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। সূরা যুমার, আয়াত:৯

মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সেই বৃষ্টির পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাস এবং সুবজ

তরুলতা উৎপন্ন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন, তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং এর দ্বারা চাষাবাদ করে। এ হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়, সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আবার কোন কোন ভূমি আছে যা মসৃণ ও সমতল, তা পানি আটকে রাখে না, আর কোন ঘাস তরুলতাও উৎপন্ন করে না। এ হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি

প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। বুখারী:৭৯

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা অব্যাহত থাকে – সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম (জ্ঞান) এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। মুসলিম:৪০৭৬

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (শেষ যমানায়) আল্লাহ্ তাআলা মানুষের নিকট হতে ইলম উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলিমগণকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে

যখন তিনি কোন আলিমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষেরা অজ্ঞ জাহিলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা ইলম ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। মুসলিম:৬৬০৬

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথে মানুষকে আহ্বান করে তার জন্যে পরবর্তী সকল অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব নির্ধারিত হবে। এ অতিরিক্ত পুন্য অনুসারীদের পুন্যকে মোটেই হ্রাস করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করে তার উপর পরবর্তী সকল অনুসারীদের

সমপরিমাণ পাপ আবর্তিত হবে। তার এ অতিরিক্ত পাপ অনুসারীদের পাপকে মোটেই হ্রাস করবে না। মুসলিম:৬৬১৪

কাইস ইবনু কাসীর...আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যে লোক পথ চলে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে পৌছে দেন এবং ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণী জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি মূর্খ আবিদগণের উপর আলিমগণের মর্যাদা। অবশ্যই আলিমগণ

নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তারা রেখে গেছেন মীরাস হিসেবে ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে। তিরমিযী:২৬৮২

আবু উমামাহ আল বাহিলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আবিদের উপর একজন আলিমের মর্যাদা। তিরমিযী:২৬৮৫

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা

শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের নিকট তা (জ্ঞান) পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট ইলম পৌছানো হয় সে শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকে। তিরমিযী:২৬৫৭

হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার উম্মাতের বিপর্যয়ের সময় যে আমার ছুন্নাতকে আঁকড়ে থাকবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব।" (বায়হাকী)

কাব ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে তর্ক-বাহাস করা অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে বাকবিতন্ডা করার জন্য, মানুষকে নিজের

দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অধ্যয়ন করেছে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিরমিযী:২৬৫৪

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটি মত হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিরমিযী:২৬৪১

হিশাম বিন আম্মার...আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। ইবনু মাজাহ:৫/২২৪

আবু বকর বিন আবু শায়বাহ...আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে ব্যক্তি ভিন্ন উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর সমতুল্য। ইবনু মাজাহ:৮/২২৭

আবু বকর বিন আবু শায়বাহ...আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ করতেন যে, হে আল্লাহ্! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দুআ থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে যা ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না। ইবনু মাজাহ:১/২৫০

আবু বকর বিন আবু শায়বাহ...আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আমাকে এমন জ্ঞান দান কর যা আমার

উপকারে আসে, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। ইবনু মাজাহ:২/২৫১

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করে, তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। তিরমিযী:২৬৫৯

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। তিরমিযী:২৬৪৯

আল্লাহর পরিচয়-জ্ঞান

কোন চোখ তাকে দেখতে পারে না কিন্তু তিনি সকল চোখকে দেখেন। সূরা আনআম, আয়াত:১০৩

মূসা (আ) যখন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে দেখবো, তখন আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে, অতপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের উপর আলো পতিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ন-বিচুর্ন করে দিল, মূসা (আ) অজ্ঞান হয়ে

গেলেন। যখন তার চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, আপনি মহান ও পবিত্র সত্তা, আমি তওবা করছি এবং আমিই মুমিনদের সর্বপ্রথম। সূরা আরাফ, আয়াত:১৪৩

আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি, তার আলোর উপমা তাকের মধ্যে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে অবস্থিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটি প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র জয়তুন গাছের (তেল) দ্বারা, আগুন সংযোগ না করলেও মনে হয় এর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, আলোর পর আলো। সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা অন্ধকারে তার মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের উপর তার নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সেই নূরের আলোকপ্রভা যে ব্যক্তির উপর পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যে ব্যক্তির উপর তা পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তিরমিযী:২৬৪২

আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন নূর বা আলো। তার পবিত্র হাতে আলোর সৃষ্টি ও পরিণতি। তিনি সবার পূর্বে আলো দান করেন। এতে অন্য কেউ অংশীদার নেই। তবে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে যুক্ত আছে। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। রাজা সামন্ত রাজাদেরকে উপাধি ও তার জায়গীর দান করেন। সামন্ত রাজা এ কথা সত্য বলে

জানেন যে, তার উপাধি ও জায়গীরের প্রকৃত মালিক স্বয়ং রাজা, তিনি নন।

অনস্তিত্বের আঁধার হতে অধিক আর কোন আঁধার নেই। তাই যে আঁধার ছড়িয়ে দেয়, তাকে দু'চোখ দেখতে পায় না বলেই 'অন্ধকারাচ্ছন্নকারী' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ নিজে বিলুপ্ত নন, সুপ্ত নন, জাগ্রত। যে সত্তা নিজে বিলুপ্ত, সুপ্ত, অন্যকে অস্তিত্বও দিতে পারে না, তাকে আঁধার বলাই যুক্তিযুক্ত। এ থেকে বুঝা যায়, অবিসংবাদিতভাবে প্রকৃত সত্তা আল্লাহ্ এবং প্রকৃত নূর বা আলোই হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তাআলা।

আল্লাহর নূর বা আলো ব্যতীত অন্য সব জিনিষকে আলো বলা উপমা মাত্র। কারণ এদের সবাই অসহায়। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সবারই নূর বা আলো অপর

সত্তা থেকে ধার করা, অপর স্থান হতে সংগৃহীত। অতএব এদেরকে উপমা হিসাবে আলো বলা যেতে পারে, সত্যিকার অর্থে নয়। এর প্রমানে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে পোষাক ও ঘোড়া ধার করে ঐ পোষাক পরে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে জিন কষে ধরে, তাহলে এই ব্যক্তি কি প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্যশালী হবে, না উপমাচ্ছলে বলা হবে? তাকে ঐশ্বর্যশালী বলা কেবল উপমা স্থলেই খাটে। কিন্তু এ ব্যক্তি পূর্বের মতই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি ধার ফেরত নিতে পারে এবং যার নিকট হতে তা শুরু হয়েছিল, সেই ধার দাতাই হচ্ছেন প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী।

নিচের উদাহরণ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট ফুটে উঠবে –

চাঁদের আলো জানালা পথে ঘরের দেয়ালে ঝুলানো আয়নায় পড়েছে। ঐ আলোটিই আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে সামনের দেয়ালে পতিত হয়েছে এবং তা আবার প্রতিফলিত হয়ে মেঝেতে পড়েছে। ফলে মেঝেও আলোকিত হয়েছে। মেঝের আলো দেয়ালের আলোর নিকট ঋণী, দেয়ালের আলো আয়নার আলোর নিকট, আয়নার আলো চাঁদের আলোর নিকট, চাঁদের আলো সূর্যের আলোর নিকট ঋণী। কেননা সূর্য চাঁদের উপর আলো বিকীরণ করে। এখানে নূর বা আলোর চারটি শ্রেণী ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। একটি আরেকটির চেয়েও অধিক মহান ও পূর্ণ। প্রতিটির পৃথক স্থান ও স্তর রয়েছে যা

তারা অতিক্রম করে না।

স্বর্গীয় জগতের আলোক রশ্মিও এমনিভাবে সাজানো হয়েছে। ফেরেশতা ইসরাফীল (আ) আল্লাহ তাআলার অতি সন্নিকটে থাকেন। ফেরেশতাগণের মাঝে তিনিই আলোর উৎস। এরপর যথাক্রমে জিবরাঈল (আ), আকাশের ফেরেশতা ও জমিনের ফেরেশতাগণ। বিভিন্ন স্তরের আলো অসীম নয়। এরা একটি সর্বশেষ উৎসে পৌছে, যে উৎসটি নিজেই নূর বা আলো। অপরের আলোয় যে আলোকিত নয়। তারই নিকট থেকে সমস্ত আলো ক্রমানুসারে আলো পায়। সুতরাং যে বস্তুটি অন্য আলো দ্বারা আলোকিত হয়, সে কি প্রকৃত আলো আখ্যা পাবার যোগ্য, না যে আলো নিজেই স্বতঃ আলোকিত এবং যে অন্য সবাইকে আলো দান করে? এর উত্তর অতি

সহজ। বাস্তবপক্ষে নূর বা আলো নামটি স্বর্গীয় আলোরই প্রাপ্য, যার উপর কোন আলো নেই এবং যার নিকট হতে অন্য সব জিনিষের উপর আলো ছড়িয়ে পরে।

মানবাত্মার আলোগুলো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। প্রথম স্তর হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের আলো। এটি কল্পনার ভিত্তি ও ভূমিকা। কেননা ইন্দ্রিয় ব্যতীত কল্পনা করা অসম্ভব। এরপর যথাক্রমে কল্পনা, চিন্তা ও বুদ্ধির আলোর স্তর।। এ থেকে বুঝা যায় যে, কাঁচ প্রদীপের মত আলো এবং তাক কাঁচের মত আলো। এ সব আলোর একের চাইতে অন্যটি শীর্ষস্থানীয়। আলোর উপর আলো।

নবী, সাহাবী, অলি এবং বিশ্বাসীগণের অন্তঃকরণের বেলায় আলোর এ উপমা দেয়া চলে। কাফেরদের বেলায় এটি খাটে না।

কারণ, আলো কথাটি সৎপথে চলাকেই বুঝায়।

যে ব্যক্তি সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হবে, সে বাতিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু তাই নয় সে আঁধারের চাইতেও আঁধার। আঁধার না সত্য পথে চালাতে পারে, না সৎ পথে চালাতে পারে। কাফেরদের জ্ঞান–বুদ্ধি অন্ধ সম। তাদের বোধশক্তি তাদেরকে ভ্রান্ত পথে চলতে সাহায্য করে।

তাদের উপমা হচ্ছে – "গভীর সাগরে আঁধারে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায়, যাকে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ঢেকে ফেলে, তার উপরে মেঘমালা রয়েছে, আঁধারের উপর আঁধার পুঞ্জিভুত, যখন সে নিজের হাত বের করে তখন তাও দেখতে পায়না, আল্লাহ্ যাকে আলো দান করেন না তার জন্য কোন আলো

নেই। সূরা নূর, আয়াত : ৪০

ঢেউ তোলা সাগর হচ্ছে পৃথিবী। ভীষণ বিপদ সঙ্কুল, দুঃখ দুর্যোগপূর্ণ, বিবর্তনে ভরা এ পৃথিবী। এটি মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

প্রথম ঢেউ হলো মোহ–কামের ঢেউ, যা আত্মার পশুত্ব ভাবকে উত্তেজিত করে। আর ইন্দ্রিয় স্বাদ ও পার্থিব আলো আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য মাতিয়ে রাখে। এ সব লোক চতুষ্পদ পশুর মত পানাহার করে আর দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ করে। জাহান্নাম এদের ঠিকানা। এই ঢেউ প্রথম অন্ধকার।

দ্বিতীয় ঢেউ হচ্ছে হিংস্রবৃত্তির ঢেউ। এটি মানবাত্মাকে রাগ বা ক্রোধ, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, কৃপণতা, গর্ব ও

ধনাধিক্যের দিকে পরিচালিত করে। ক্রোধ হচ্ছে বুদ্ধির শত্রু। ইহা সর্বোচ্চ ঢেউ, কেননা ক্রোধের ঢেউ উঠলে ইহা কামের চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। তখন মানুষ কামনা, লালসার কথা ভুলে যায়। কামনা-লালসা ক্রোধকে দমাতে পারে না। এই ঢেউ দ্বিতীয় অন্ধকার।

মেঘ হল অসৎ বিশ্বাস, কুচিন্তা ও মিথ্যা ধারণা। এটি ঈমান, কুরআন ও মারিফাত হতে আলো অর্জন করার পথের পর্দা। কেননা মেঘ সূর্যকিরণকে ঢেকে রাখে। এই পর্দা তৃতীয় অন্ধকার। আঁধারের উপর আঁধার পুঞ্জিভুত। (ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত 'মিশকাতুল আনওয়ার', অনুবাদক:সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী)

আত্ম পরিচয়-জ্ঞান

মানবদেহে আল্লাহর রাজ্যের নমুনা

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির (গুণাবলী) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই, এটা সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সূরা রুম, আয়াত:৩০

আল্লাহর রং এ রঞ্জিত হও, আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? সূরা বাকারাহ, আয়াত:১৩৮

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে নিজ

অনুরূপে (নিজ গুনের উপর) সৃষ্টি করেছেন।

চক্ষুষ্মান সাধক ওলিগণ কাশ্ফের দ্বারা তা অবগত হয়েছেন। বাদশাহকে বাদশাহ্ ব্যতীত অপর কেহ চিনতে পারে না। আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দেহ–রাজ্যের বাদশাহ্ করে না সৃষ্টি করলে এবং তাহার স্বীয় মহা–রাজ্যের এক সংক্ষিপ্ত নমুনা তোমাকে দান না করলে, তুমি বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহকে কখনই চিনতে পারতে না। অতএব যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে বাদশাহের মর্যাদা দান করেছেন এবং স্বীয় রাজ্যে নমুনাস্বরূপ তোমাকে একটি রাজ্য প্রদান করেছেন, সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর নিকট তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমার মন হচ্ছে আরশসদৃশ। মন হতে নিঃসৃত তোমার

জীবনী–শক্তি হচ্ছে ইসরাফীলসদৃশ। মস্তিষ্ক হচ্ছে কুর্সীসদৃশ। মস্তিষ্কের খেয়াল–কুঠরি হচ্ছে লওহে মাহফূজসদৃশ। চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি হচ্ছে ফেরেশতাসদৃশ। মস্তিষ্কের যে অনুভূতি কোষসমূহ সর্বদেহে পরিব্যপ্ত হয়েছে, সেই কোষবিন্দুসমূহ গ্রহ–নক্ষত্রসদৃশ। কলম ও কালি প্রকৃতিসদৃশ। আল্লাহ্ তোমার আত্মাকে কল্পনাতীত ও নিরাকাররূপে সৃষ্টি করে সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের উপর বাদশাহ্ করে দিয়েছেন এবং তোমাকে সতর্ক করে বলেছেন: সাবধান, স্বীয় অস্তিত্ব ও বাদশাহী ভুলে যেও না। ভুলে গেলে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যাবে। অতএব হে মানব, নিজেকে চিন। তাহলে তোমার প্রভু আল্লাহকে চিনবে।

আল্লাহর ইচ্ছা প্রকাশের ক্রমিক ধারা

তোমার দেহ–রাজ্যের উপর তোমার বাদশাহী ও প্রভুত্ব কিরূপে চলছে, ইহা তুমি অবগত না হলে বিশ্বজগতের একমাত্র বাদশাহ আল্লাহ্ তাআলা কিরূপে স্বীয় বিশাল রাজ্য চালাচ্ছেন, তা কখনও তুমি বুঝতে পারবে না। সুতরাং প্রথমেই তুমি নিজকে চিন এবং তোমার প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে অবগত হও। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুমি 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি কাগজে লিখতে চাও। প্রথমে লেখার ইচ্ছাটি তোমার মনে উদিত হয়। এরপর মনে এক প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি হয়। হৃদপিন্ড হতে এক প্রকারের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ তা আলোড়িত করে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে যায়। এই সূক্ষ্ম পদার্থ হচ্ছে জীবন। এই জীবনই সর্বপ্রকার অনুভব ও গতিবিধির শক্তি বহন করে

থাকে। এই জীবন পূর্ববর্ণিত আত্মা হতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা জীব-জন্তুর মধ্যেও আছে। ইহা মৃত্যুর অধীন। অপর পক্ষে আত্মা সম্পূর্ন স্বতন্ত্র পদার্থ। জীব-জন্তুর মধ্যে ইহা নাই এবং ইহা অমর। এই আত্মাই আল্লাহর মারিফাতের স্থান। সেই জীবনী-শক্তি মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়ে অনুভূতিগুলিকে, অনুভূতিগুলি আঙ্গুলের অগ্রভাগকে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ কলমকে চালিত করে কালির মাধ্যমে মস্তিষ্কের খেয়াল-কুঠরিতে অঙ্কিত ছবির অনুরুপ 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি তৈরী করে।

মানবের প্রত্যেক কার্যের ইচ্ছা প্রথমে যেমন তার মনে উদিত হয় সেরুপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব আরশে উৎপন্ন হয়ে ফেরেশতাগণকতৃক আরশ হতে কুর্সী এবং কুর্সী হতে সৃষ্টিজগতে পৌছে এবং আল্লাহ্

ফেরেশতাগণের মাধ্যমে মাটি ও পানি দ্বারা লাউহে মাহফুজে অঙ্কিত ছবির ন্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সমূহ সৃষ্টি করেন। সমস্ত সৃষ্টিজগত যেমন আল্লাহর আজ্ঞাধীনে পরিচালিত সেরুপ সমস্ত দেহজগত আত্মা বা রুহের আজ্ঞাধীনে পরিচালিত। এই রুহ মানব–কল্পনার অতীত। ইহাকে রুপায়িত করার উদ্দেশ্যে যত প্রকারের আকার ও গুণাবলী মানুষের কল্পনায় উদিত হয়, আত্মা উহার সবকিছু হতে পবিত্র। কেননা আত্মার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ কিছুই নাই এবং ইহা বিভাজ্যও নহে। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই এবং যা অবিভাজ্য তা কল্পনায়ও উদিত হতে পারে না। কারণ যে বস্তু বা যার সমজাতীয় বস্তু চোখ দেখতে পায় কেবল তাই কল্পনায় আসে। বর্ণ ও আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা ও দৃষ্টিপথে

উদিত হয় না। যে জিনিসের আকৃতি, বর্ণ, ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব নাই, সে সম্পর্কে 'ইহা কি প্রকার' এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। যে পদার্থে 'কি প্রকার' প্রশ্নের অধিকার নাই তা জানতে চাইলে স্বীয় আত্মার দিকে লক্ষ্য কর। দেখবে, একমাত্র আত্মাই আল্লাহর মারিফতের স্থান, ইহা বিভক্ত হয় না, ইহার আকার-প্রকার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও বর্ণ কিছুই নাই। আত্মা কি প্রকার পদার্থ - এই প্রশ্নের উত্তর হবে যে, এরূপ প্রশ্নের কোন অধিকার নাই। তুমি যখন স্বীয় আত্মাকে ধারণা ও কল্পনার অধিকারমুক্ত বুঝতে পারবে তখন ইহা ভালরূপেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণাদি প্রভৃতি বাহ্য গুণাবলী হতে আরও বহুগুণে পবিত্র। মানবাত্মা যেমন কল্পনা ও ধারণার বহির্ভূত সেরূপ আল্লাহ্

তাআলা কল্পনা ও ধারণার ততোর্ধ্বে। আত্মা যেমন নিরাকার হয়েও আকার বিশিষ্ট দেহের মধ্যে বিরাজমান থেকে সমস্ত দেহকে পরিচালিত করছে সেরূপ আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিরাকার হয়েও বিশ্বজগত পরিচালিত করছেন।

অনেকে হয়ত বিস্মিত হবে যে, এমন আকৃতি-প্রকৃতিবিহীন স্বত্তা কিরূপে বিরাজমান থাকতে পারে? তারা নিজ আত্মা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে না যে, ইহা আকার-প্রকারবিহীন অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। মানব নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে অনেক আকারবিহীন সত্তা বেদনা, ক্রোধ, প্রেম ইত্যাদি তার মধ্যে রয়েছে। অথচ এই সমস্ত কি, কেমন, কি প্রকার জানতে চাইলে সে কখনও জানতে পারবে না। কারণ

এদের বর্ণ বা আকার নাই। ইহা চোখ দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

আল্লাহ্ কোনও এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। মানবাত্মাও কোন এক বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধ নহে। আত্মা না হাতে, না পায়ে, না মস্তিষ্কে, না দেহের অন্য কোন বিশেষ অঙ্গে বিরাজমান রয়েছে, বরং দেহের সকল অঙ্গেই আত্মা বিরাজমান রয়েছে। দেহের প্রত্যেক অঙ্গই বিভক্ত হতে পারে। আর অবিভাজ্য বস্তু বিভাজ্য বস্তুতে সমাবেশ হতে পারে না। কারণ যদি সমাবেশ হতে পারতো তবে বিভাজ্য বস্তুর সাথে তাও বিভক্ত হত। আত্মা কোন অঙ্গের সাথে আবদ্ধ না থাকলেও দেহের কোন অঙ্গই আত্মার ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। বরং সমস্ত অঙ্গই আত্মার আজ্ঞাধীন।

মানুষ যে কাজ করতে ইচ্ছা করে তার ছবি পূর্ব হতেই মস্তিষ্কের খেয়াল কুঠরিতে অঙ্কিত থাকে এবং পরে তদনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হয়। যে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি লেখা তোমার উদ্দেশ্য ছিল তার ছবি পূর্ব হতেই তোমার মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছিল। লেখা হলে দেখা যায় যে, লেখাটি মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছবির ন্যায়। এভাবে যা কিছু এ জগতে প্রকাশ পায় তার ছবিও পূর্ব হতেই লওহে মাহফুজে অঙ্কিত থাকে। যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে অবস্থিত থেকে অনুভূতি সকলকে আলোড়িত করে এবং হাতের আঙ্গুল জড়পদার্থের বিভিন্ন উপাদান কলম ও কালির সাহায্যে মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছবির ন্যায় 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি গঠন করে। সেরূপ এক প্রকার শক্তি আরশ ও কুরসীতে অবস্থিত থেকে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিগকে

পরিচালিত করে এবং নিম্নজগত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। ফেরেশতাগণ জড়পদার্থের বিভিন্ন উপাদান মাটি ও পানির সাহায্যে লওহে মাহফুজে অঙ্কিত ছবির ন্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদের মূর্তি গঠন করে।

প্রত্যক্ষ ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে মনে গৃহীত হয়। মনে আরম্ভ হয়ে ক্রমে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হয়। যখন তুমি মনের উপর প্রবল হয়ে আসন গ্রহণ করলে এবং মন তোমার সমস্ত ইচ্ছার অধীন হল তখন দেহ-রাজ্যের সমস্ত কার্য সূচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সেইরূপ জড়জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনার মূল আল্লাহর ইচ্ছা আরশে সূত্রপাত হয়। আল্লাহর প্রভুত্ব আরশের মাধ্যমে সকলের উপর পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ যখন

সৃষ্টির শুরুতেই আশের উপর প্রবল প্রভু হয়ে আসন গ্রহণ করলেন ও আরশ আল্লাহর সমস্ত ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়ল তখন বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে লাগল।

শরীর, আত্মা ও তার সৈন্যদের তুলনামূলক পরিচয়

আত্মার সমস্ত সৈন্যের পরিচয় বহু বিস্তৃত। শরীরের উপমা হল রাজ্যসদৃশ, হাত–পা ও অন্যান অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সাহায্যকারী। লোভ এই শহরের খাজনা আদায়কারী তহশীলদার, ক্রোধ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোতোয়াল, আত্মা বাদশাহ এবং বুদ্ধি উযীর। আপন রাজ্য সুবন্দোবস্ত করতে বাদশাহের ঐ সকল কর্মচারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু লোভরূপ তহশীলদার বড় মিথ্যাবাদী এবং স্বীয় অধিকারের অতিরিক্ত কর্ম করে বসে ও বুদ্ধিরূপ উযীরের আদেশ অমান্য করে। সে রাজস্বের বাহানায় রাজ্যের সকল ধন-সম্পদ সর্বদা আত্মসাৎ করতে চায়। ক্রোধরূপ কোতোয়াল বড় দুষ্ট, বদমেজাজী ও শক্তিশালী। খুন-জখম করতে সে বড় ভালবাসে। অপরাপর বাদশাহ যেমন সমস্ত কার্যে স্বীয় মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন, মিথ্যাবাদী ও লোভী তহশীলদারগণকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে সোজা করে রাখেন। মন্ত্রীর পরামর্শের বিপরীত তাদের কোন কথাই শুনেন না, দুষ্ট সীমা অতিক্রমকারীদিগকে দমন করার জন্য কোতোয়াল নিযুক্ত করেন, আবার কোতোয়ালকেও দমন করে রাখেন, আইনের বাইরে একপাও যেতে দেন না এবং

রাজ্যে সর্বপ্রকার সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন, সেরূপ আত্মারূপ বাদশাহের স্বীয় দেহ রাজ্যের শাসনকার্যে বুদ্ধিরূপ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করলে এবং লোভ ও ক্রোধকে দমন করত তাদেরকে বুদ্ধির অধীন করে রাখলে এইরূপ শৃঙ্খলার সাথে কার্য নির্বাহ হলে আত্মা সৌভাগ্যের পথে চলে নির্বিঘ্নে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। অপর পক্ষে লোভ ও ক্রোধ যদি বুদ্ধিকে বন্দী করে গোলাম বানিয়ে রাখে তবে দেহ-রাজ্য ও হতভাগ্য বাদশাহ উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আত্মাকে সৃষ্টি করে দেহরূপ রাজ্য ও সৈন্য এজন্য প্রদান করা হয়েছে যে, ইহা জড়জগত হতে সর্বোচ্চ জান্নাত পর্যন্ত আরোহন করবে। কেহ যদি এই মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ বন্দেগীর কর্তব্য পালন করতে

ইচ্ছা করে তবে তাকে বাদশাহের ন্যায় স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক একমাত্র আল্লাহকে তার লক্ষস্থল ও কিবলা করে নিতে হবে এবং পরকালকে আপন স্থায়ী বাসস্থান ও পৃথিবীকে অস্থায়ী বাসস্থান বিবেচনা করতে হবে। অতঃপর দেহকে বাহন, হাত–পা কে সাহায্যকারী, বুদ্ধিকে উযীর, লোভকে ধন–রক্ষক, ক্রোধকে কোতোয়াল এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে গুপ্তচর বানিয়ে প্রত্যেককে পরজগতের সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত রাখা কর্তব্য। মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে যে চিন্তাশক্তি আছে ইহা সংবাদ সংগ্রহকারী চরগণের অধিনায়ক এবং চরগণ প্রত্যেকটি সংবাদ এই অধিনায়কের নিকট উপস্থিত করে এবং মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে যে স্মরণশক্তি আছে, সে উহা অধিনায়ক চিন্তাশক্তির নিকট হতে

সংগ্রহ করে সংরক্ষন করে এবং উপযুক্ত সময়ে বুদ্ধিরূপ উযীরের নিকট পেশ করে। এরূপ সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে উযীর দেহরূপ রাজ্যের কার্য পরিচালনা করে এবং বাদশাহের পরকাল সফরের উপায় অবলম্বনে তৎপর থাকে। উযীর যদি দেখতে পায় যে, ক্রোধ ও লোভরূপ সৈন্যদের মধ্যে কেহ বাদশাহের বিদ্রোহী হয়েছে, অধীনতা বর্জন করেছে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তবে বুদ্ধিরূপ উযীর তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে অধীন রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তাহাদেরকে একেবারে মেরে ফেলার ইচ্ছা করে না। কারণ তাদের অভাবে দেহ–রাজ্যের কার্য কখনও সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না। এই জন্য নানা উপায়ে তাদেরকে

এমনভাবে বশীভূত করে যেন তারা আত্মার গন্তব্য পথে সাহায্যকারী হয় এবং শত্রু না হয়ে বরং মিত্রের ন্যায় সঙ্গী থাকে, ধ্বংসাত্বক কোন কাজ না করে। এরূপ বন্দোবস্ত করতে পারলে আত্মা সৌভাগ্যবান হয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত অসীম অনুগ্রহের হক আদায় করার উপযোগী হয়ে উঠে এবং আল্লাহর নিকট মহা পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়। অপরপক্ষে উক্তরূপ বন্দোবস্ত না করে উহার বিপরীত কাজ করলে আত্মা বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তাকে এই গর্হিত কার্যের জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

আল্লাহর মারিফাতে মানবের সৌভাগ্য নিহিত

প্রকৃতি যা চায় তাতেই সুখ এবং যে জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রকৃতি তাই কামনা করে থাকে। কামনার বস্তু পেলেই কাম–প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করলেই ক্রোধ–প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, সুন্দর বস্তু দর্শনে চোখ তৃপ্ত হয় এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে কান চরিতার্থ হয়। এইরূপ যে কার্যের জন্য আত্মা সৃষ্ট হয়েছে এবং যা এর প্রকৃতি অনুযায়ী তাতেই তৃপ্তি নিহিত আছে। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ–দর্শন ও প্রত্যেক বিষয়ের সত্যানুসন্ধান আত্মার কার্য এবং এটাই আত্মার প্রকৃতি। কামনা–বাসনা চতুষ্পদ জন্তুরও আছে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এরাও জড়পদার্থের অবস্থা অবগত হতে

পারে। কিন্তু স্বরূপ-দর্শন ও সত্যানুসন্ধান আত্মা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা করা যায় না। অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের মধ্যে আত্মার তৃপ্তি নিহিত আছে। যে বস্তু যত উত্তম ও মহৎ হবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান আত্মার নিকট তত আনন্দদায়ক হবে। এজন্যই কেহ মন্ত্রীর রহস্য জানতে পারলে আনন্দিত হয়। সেই ব্যক্তির নিকট যদি বাদশাহের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তবে তার আনন্দ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার, আয়তন ও অজানা তথ্যের জ্ঞান লাভ করতে পারে সে অধিক আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা বলবে, তিনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হ্যা। তারপর পর্দা খুলে যাবে (আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ ঘটবে)। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি মানুষকে তার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও আকাঙ্খিত কোন জিনিসই প্রদান করেননি। তিরমিযী:২৫৫২

আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিনি সমস্ত বিশ্বের বাদশাহ। বিশ্বের সমস্ত আশ্চর্য বস্তু তারই শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন। সুতরাং অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তার মারিফাতের তুল্য উত্তম

ও আনন্দদায়ক হতে পারে না। তার দীদার অপেক্ষা উত্তম দিদার আর নাই এবং আত্মা তার দীদার লাভের জন্যই উৎসুক। কারণ যে উদ্দেশ্যে যে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, সে তার জন্যই উৎসুক হয়ে থাকে। যার হৃদয়ে আল্লাহর মারিফাত লাভের আগ্রহ নাই সে এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যার আহারের ইচ্ছা নেই এবং রুটি অপেক্ষা মাটিই তার নিকট অধিক ভাল লাগে। চিকিৎসা করে এমন রোগীর মাটি ভক্ষনের ইচ্ছা বিদূরিত করে আহারে রুচি পুনরায় জন্মাতে না পারলে সে দুনিয়াতে বড় হতভাগ্য এবং সে ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এইরূপ যে হৃদয়ে আল্লাহর মারিফাত অপেক্ষা অপর বস্তুর আগ্রহ অধিক সে হৃদয়ও পীড়াগ্রস্ত। এমন আত্মা দুর্ভাগা হয়ে পরকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহর মারিফাতের সমষ্টিরূপে চারটি বাক্যের ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ – এই বাক্যগুলির তাৎপর্য এখন তোমার বুঝে নেয়া দরকার। এই চারটি বাক্য নিতান্ত ক্ষুদ্র হলেও তা আল্লাহর মারিফাতের সমষ্টি। নিজের পবিত্রতা দৃষ্টে যখন আল্লাহর পবিত্রতা তুমি বুঝলে তখন 'আল্লাহ্ পবিত্র' এই কালেমার তাৎপর্য বুঝতে পারলে। নিজের বাদশাহী চিনিয়া যখন আল্লাহর বাদশাহী সংক্ষেপে চিনতে পারলে – যেমন কলম লেখকের হাতের অধীন সেরূপ সমস্ত উপাদান ও মধ্যবর্তী কারণ একই আল্লাহর আজ্ঞাধীন, তখন 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর' এই বাক্যের মর্ম উপলব্ধি করলে।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ যখন নেয়ামতদাতা নাই তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যখন বুঝতে পারলে যে, তিনি ব্যতীত অপর কারও হুকুম করার স্বাধীন ক্ষমতা নাই তখন 'আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই' এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝতে পারলে। তুমি যত বড় জ্ঞানীই হও না কেন, মহান আল্লাহর হাকীকত তুমি কখনও বুঝতে পারবে না। কারণ তিনি এত মহান ও শ্রেষ্ঠ যে মানব কল্পনায় তা অনুধাবন করতে পারবে না। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ব্যতীত বিশ্বজগতে অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই যার তুলনায় তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাবে। বিশ্ব-জগতে যা কিছু দেখা যায় সমস্তই আল্লাহর অস্তিত্বের নূর। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থ এই যে, বুদ্ধি বা

কল্পনা দ্বারা কেহই তাকে ধারণা করতে পারে না। তিনি বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত।

মানব প্রকৃতিতে চতুর্বিধ স্বভাব

হে রাসূল! যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিজের ইলাহ (হুকুমকর্তা) হিসেবে গ্রহন করেছে, তার সম্পর্কে তুমি কি ভেবে দেখেছ? তুমি কি এধরনের লোকের সতর্ককারী হতে পার? তুমি কি মনে কর যে, তারা শোনে ও বুঝে? কখনও নয়। তারা পশুর মত বরং তা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সূরা ফুরকান, আয়াত:৪৩

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা শয়তানের অনুসরন করো না। যে শয়তানের অনুসরন করে, শয়তান তাকে অশ্লীল ও পাপ কাজের নির্দেশ দেয়। সূরা নূর, আয়াত:২১

যারা (ফেরেশতাগণ) তোমার পালনকর্তার নিকটে রয়েছে, তারা তার ইবাদতে অহঙ্কার করে না, বিমুখ হয় না, তার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাকেই সিজদা করে। সূরা আরাফ, আয়াত:২০৬

মানবের আভ্যন্তরিণ প্রত্যেক স্বভাবের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে এবং এজন্যই মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও পৃথক পৃথক স্বভাব উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে কিছু মন্দ স্বভাব, এরা মানবকে ধ্বংস করে এবং কিছু ভাল স্বভাব, এরা মানুষকে সৌভাগ্যের উন্নত সোপানে নিয়ে গিয়ে মহা সম্মানীত করে। এই সমস্ত স্বভাবকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব, (২) হিংস্র জন্তুর স্বভাব, (৩) শয়তানের স্বভাব, (৪) ফেরেশতার স্বভাব।

মানুষের মধ্যে লোভ ও কামপ্রবৃত্তি আছে বলে তারা বিবেকহীন পশুর মত আহার গ্রহণ ও অবৈধ যৌনমিলন ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ করে, ক্রোধ আছে বলে তারা কুকুরের ন্যায় ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করে থাকে। ছলনা-প্রতারণার প্রবৃত্তি আছে বলে তারা শয়তানের ন্যায় কাজ করে থাকে। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আছে বলে তারা ফেরেশতার ন্যায় কাজ করে থাকে।

বুদ্ধির আলোকে ফেরেশতাদের জ্যোতি

শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তারা মুত্তাকী, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা

দিয়ে পাপকাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ফলে তখনই তাদের চক্ষু (জ্ঞান চক্ষু) খুলে যায়। সূরা আরাফ, আয়াত:২০০

বুদ্ধির সাহায্যে শয়তানের ছল-চাতুরি ধরে ফেলার জন্য মানুষকে আদেশ করা হয়েছে। তা করতে পারলেই মানুষ অপদস্থ হবে না এবং শয়তানও তাকে প্রতারিত করতে পারবে না। এই মর্মেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রত্যেক মানুষের উপর একজন শয়তান নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে আমার উপর নিযুক্ত শয়তানের উপর জয়ী করেছেন এবং সে আমার অধীন হয়ে গেছে। সে আমাকে মন্দ কাজের নির্দেশ দিতে পারে না।"

লোভরূপ শূকর ও ক্রোধরূপ কুকুরকে দমন করে এরূপ বুদ্ধির অধীনে রাখার জন্য মানুষ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে যেন এরা বুদ্ধির আদেশ ব্যতীত চলতে না পারে। যে ব্যক্তি লোভ ও ক্রোধকে বুদ্ধির অধীন করবে, সে সৌভাগ্যের বীজস্বরূপ সৎস্বভাব লাভ করতে পারবে। কিন্তু এর বিপরীত নিজেই লোভ ও ক্রোধের অধীন হয়ে পড়লে তার মধ্যে দুর্ভাগ্যের বীজস্বরূপ মন্দ স্বভাব প্রকাশিত হবে। তার প্রকৃত অবস্থা স্বপ্নে বা জাগরণে যদি তাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হয়, তবে সে দেখতে পাবে যে, সে ব্যক্তি শূকর, কুকুর বা শয়তানের সম্মুখে করজোড়ে দাড়িয়ে আছে এবং অধীনতা প্রকাশ করছে। লোকে যদি বিচার-বিশ্লেষন ও চিন্তা করে দেখে তবে বুঝতে পারবে যে, তারা দিনরাত্রি নফসের

অনুসরন করে চলছে। প্রকাশ্য আকৃতিতে মানুষরুপে দেখা গেলেও কিয়ামতের দিন তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাদের আকৃতিও তখন তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হবে। যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন সে তখন কুকুরের আকার ধারন করবে। যে ব্যক্তি লোভের অধীন সে তখন শূকরের আকার ধারন করবে। এই জন্য কথিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে কুকুর দেখতে পায়, তার অর্থ সে অত্যাচারী লোক এবং কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শূকর দেখিলে তার অর্থ সে অপবিত্র লোক। নিদ্রা মৃত্যুর নমুনাস্বরুপ। নিদ্রার প্রভাবে মানুষ এই জগত থেকে যত দূরবর্তী হতে থাকে ততই তার আকৃতি ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির অনুরুপ হয়ে পড়ে। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাহ্যিক আকৃতি তার

আভ্যন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

প্রবৃত্তি বিশেষের অনুসরণে ভাব বিশেষের উৎপত্তি

চার শ্রেণীর প্রবৃত্তির কোনটির অধীনে তোমার গতিবিধি ও কাজকর্ম চলছে, তা তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখতে হবে। আর এটাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতে হবে যে, তুমি যে কার্যই কর না কেন, তার ফলস্বরূপ তোমার আত্মায় এক প্রকার গুণ বা ভাব উৎপন্ন হবে এবং এই সকল গুণ বা ভাব পরকালেও তোমার সঙ্গে থাকবে। এই গুণকেই স্বভাব বলে। মানব স্বভাব উল্লেখিত চার শ্রেণীর হুকুমদাতা প্রবৃত্তি হতে

উৎপন্ন হয়। তুমি লোভরূপ শূকরের অধীন হয়ে চললে তোমার স্বভাবে অপবিত্রতা, নির্লজ্জতা, লোভ–চাটুকারিতা ইত্যাদি কুস্বভাবের উৎপন্ন হবে। অপরপক্ষে লোভরূপ শূকরকে অধীন করলে তোমার মধ্যে অল্পে তুষ্টি, লজ্জাশীলতা, বিচক্ষণতা, পবিত্রতা, নির্লোভতা, বিনয় ইত্যাদি সৎগুণ প্রকাশিত হবে। আবার ক্রোধরূপ কুকুরের অধীন হলে দুঃসাহস, দাম্ভিকতা, গর্ব–অহংকার, প্রভু–প্রিয়তা, অত্যাচার, অপরের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃনা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি কুস্বভাব তোমার মধ্যে প্রকাশিত হবে। অপরপক্ষে ক্রোধরূপ কুকুরকে অধীন করলে তোমার মধ্যে ধৈর্য, গাম্ভীর্য, স্থিরতা, বীরত্ব, নীরবতা, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সৎগুণ প্রকাশিত হবে। শয়তানী প্রবৃত্তির অধীন হলে বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি,

হিংসা-বিদ্বেষ, ছলনা-প্রতারনা প্রভৃতি কুস্বভাব প্রকাশিত হবে। অপরপক্ষে শয়তানী প্রবৃত্তিকে অধীন করলে বিজ্ঞতা, জ্ঞান, কৌশল, নিপুণতা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি সৎগুণ প্রকাশিত হবে। এই সকল সৎগুণ চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার মৃত্যুর পর সৌভাগ্যের বীজ হবে।

আত্মা দর্পন সদৃশ

মানবাত্মা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল । মন্দ স্বভাব ধোয়া ও অন্ধকারসদৃশ। সৎস্বভাব উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করে আত্মার মলিনতা ও পাপ দূর করে আত্মাকে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ করে। ইহা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দর্শন লাভে মানুষের মুখ-

মন্ডল উজ্জ্বল করবে । মন্দ স্বভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে আত্মাকে কলুষিত করে। ইহা কিয়ামত দিবসে মানবকে আল্লাহর দর্শন লাভে বঞ্চিত রাখবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক মন্দ কার্যের পর সৎকার্য কর। কারণ সৎকার্য অসৎকার্যকে মিটিয়ে দেয়।

সেদিন কোন কোন মানুষের মুখ-মন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দর্শন লাভ করবে। সূরা কিয়ামাহ, আয়াত :

২২সৃষ্টির শুরুতে আত্মা এমন লৌহের ন্যায় থাকে যা দ্বারা দর্পণ নির্মিত হয়। লৌহ-দর্পনে যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, আত্মার মধ্যেও সেরূপ বিশ্বের সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু লৌহ-দর্পণকে অতি সাবধানতার সাথে রক্ষা করতে না পারলে

তা মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন তা প্রতিবিম্ব ধারণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আত্মার অবস্থাও ঠিক সেরূপ।

কখনও না, বরং নিজ কর্মের দোষে তাদের আত্মার উপর মরিচা পড়েছে। সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত:১৪

কখনও নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ হতে বাধাগ্রস্ত হবে। সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত:১৫

স্বপ্ন তত্ত্ব

যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা (আত্মাসমূহ) তাদের পালনকর্তার সামনে অবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের রব, আমরা

দেখলাম ও শুনলাম, আমাদেরকে পুনরায় পাঠায়, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী হয়ে গেছি। সূরা আস্ সিজদা, আয়াত:১১

আত্মা দর্পণসদৃশ এবং লওহে মাহফুজও দর্পণস্বরূপ। লওহে মাহফুজে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার ছবি অঙ্কিত আছে। একটি স্বচ্ছ আয়নাকে চিত্রিত আয়নার সম্মুখে ধরলে স্বচ্ছ আয়নাতে যেমন চিত্রিত আয়নার ছবি প্রতিফলিত হয়, সেরূপ নির্মল আত্মা লওহে মাহফুজের সম্মুখীন হলে, ইহাতে অঙ্কিত সমস্ত বস্তু ও ঘটনার ছবি নির্মল আত্মার মধ্যে পরিস্কাররূপে দেখা যায়। তবে লওহে মাহফুজের ছবি আত্মায় প্রতিফলিত হওয়ার উপযোগী করতে হলে ইহাকে পাপের মলিনতা হতে সম্পূর্ণরূপে নির্মল রাখতে হয় এবং

জড়জগতের সাথে ইহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করত ইহাকে লওহে মাহফুজের সম্মুখীন করতে হয়। আত্মা ও লওহে মাহফুজের মধ্যে এক আবরণ বিদ্যমান থাকে। নিদ্রার সময় আত্মার সাথে জড়জগতের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় বলে আপনা আপনিই আধ্যাত্মিক জগত দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য স্থগিত থাকলেও খেয়াল অবশিষ্ট থাকে। এজন্যই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়সমূহ পরিস্কাররূপে দেখা না গিয়ে সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। মানুষ মারা গেলে খেয়াল বা ইন্দ্রিয় কোনটাই থাকে না, তখন সকল আবরণ বিদূরিত হয় এবং বিশ্বজগতের সকল বিষয় পরিস্কাররূপে আত্মার দৃষ্টিগোচর হয়।

শপথ তার (ফেরেশতা), যে মানুষের অন্তরে উপদেশ দেয়–অনুশোচনা বা সতর্কতা স্বরূপ। সূরা মুরসালাত, আয়াত:৫

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার জ্ঞানের দরজা যে খোলা রয়েছে তার দ্বিতীয় প্রমান এই পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই যার হৃদয়ে ইলহামের মধ্যস্থতায় অন্তর্দৃষ্টি ও শুভ প্রেরণা জাগ্রত না হয়। তা ইন্দ্রিয়পথে আসে না, বরং হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। তা কোথা হতে আসে কেহ জানে না। সকল জ্ঞান শুধু বাহ্যজগত হতে আসে না, কোন কোন জ্ঞান আধ্যাত্মিক জগত হতে আসে এবং আত্মা এই জড়জগতের নহে, বরং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনে এই জড়জগত বাধা সৃষ্টি করে থাকে। অতএব মানুষ যতদিন জড়গতের সকল

সম্বন্ধ ছিন্ন না করবে ততদিন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পথ পাবে না।

জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের উপায়

এক ব্যক্তি কোন জনপদ অতিক্রম করছিল, যা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল, সে বলল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ এদের জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে একশো বছর মৃত রাখলেন, পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন, আল্লাহ্ বললেন, তুমি কতকাল এই অবস্থায় ছিলে? সে বলল, একদিন বা একদিনেরও কিছু কম। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশো বছর এই অবস্থায় ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানির প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত আছে

এবং তোমার গাধার প্রতি লক্ষ্য কর, তোমাকে মানব–জাতির জন্য নিদর্শন করব। গাধার হাড়গুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে তা সংযুক্ত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হল, সে বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৯

যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন, তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। তিনি বললেন, তা হলে চারটি পাখী গ্রহণ কর এবং সেগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খন্ড রেখে দাও।

অতঃপর ওদেরকে আহ্বান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রজ্ঞাময়। সূরা বাকারা, আয়াত:২৬০

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সন্দেহের ব্যাপার ইব্রাহীম (আ) থেকে আমরা অধিক উপযুক্ত ছিলাম যখন তিনি বললেন, প্রভু তুমি কিভাবে মৃত্যুকে পুণর্জীবিত কর তা দেখাও। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি। তবে মনের প্রশান্তির জন্য আবেদন করছি (সূরা বাকারা:২৬০)। আল্লাহ্ লূতের (আ) উপর রহমত ও দয়া করুন। তিনি সূদৃঢ় ও কঠিন আশ্রয় স্থল (আল্লাহর আশ্রয়) চেয়েছিলেন। যত কাল

যাবত ইউসুফ (আ) বন্দী খানায় বন্দী ছিলেন, আমি যদি তদ্রুপ থাকতাম, তবে আহবানকারীর ডাকে তৎক্ষনাৎ সাড়া দিতাম (কোন শর্ত আরোপ না করেই বন্দী খানা থেকে বেরিয়ে আসতাম)। মুসলিম:২৯০

ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী আসে ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। এরপর তার কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের (খাদীজা রা.) কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসমগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া – এইভাবে সেখানে তিনি

একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। এমনিভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে একদিন তার কাছে ওহী এলো। তারা কাছে ফেরেশতা (জিব্রাইল আঃ) এসে বললেন, পড়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বললাম, আমি পড়ি না। তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়। আমি বললাম, আমি তো পড়িনা। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়। আমি জবাব দিলাম, আমি তো পড়ি না। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড় তোমার রবের নামে, যিনি

সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, তোমার রব মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না (সূরা আলাক:১-৫)। বুখারী:৩

মহা শক্তিধর, তিনি (জিবরাঈল আঃ নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিলেন। তখন তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে ছিলেন। তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তিনি দুই ধনুক অথবা তারও কম ব্যবধানে হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। সূরা নাজম, আয়াত:৬

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে সমস্ত জগত দেখানো হয়েছে।

অনন্তর আমি বিশ্বের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত কিছু দেখেছি।

আবুল ইয়ামান (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর মিম্বরে দাড়িয়ে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন যে, কিয়ামতে বহু ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, এক্ষুনি এ দেয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, এত উত্তম ও এত নিকৃষ্টের মত কিছু আমি আর দেখিনি। বুখারী:৫১৩

আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। (হেরা গুহায় ওহী নাযিলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। একদিন আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, হেরা পর্বতের গুহায় আমার কাছে যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি এতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। অতপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর।

তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর ..... অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক”– সূরা মুদ্দাসির, আয়াত:১–৫। বুখারী :৩০১১

আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)...আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তার চেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার (তায়েফের) দিন যখন আমি নিজেকে ইবন আবদে ইয়ালীল ইবন আবদে কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা

চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি বিষন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম। কারনুস সাআলিবে পৌছে দেখলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। মেঘের উপর ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন

(পাহাড়) কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে তিনি বললেন, বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। বুখারী: ৩০০৪

আবু যর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যা (অদৃশ্য জগতের) দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আকাশ চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমান জায়গাও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার জন্যে অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি

তোমরা যদি তা জানতে তাহলে খুব কমই হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। স্ত্রী উপভোগ হতে বিরত থাকতে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ্ তাআলার সামনে কাকুতি-মিনতি করতে। তিরমিযী:২৩১২

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি হল যে, আমরা আপনার নিকট থাকাবস্থায় আমাদের অন্তর খুবই নরম হয়ে যায়, আমরা দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে যাই এবং আমাদেরকে পরকালবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকি। যখন আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে দুনিয়াবী কাজে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে

যায়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যে অবস্থায় আমার নিকট হতে বেরিয়ে যাও, সবসময় যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতো। যদি তোমরা অপরাধ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করতেন। যাতে তারা অপরাধ করে আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। তিরমিযী:২৫২৬

স্বপ্ন ও মৃত্যু ব্যতীত জাগ্রত অবস্থায়ও আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার দ্বার খোলা রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনা করে ক্রোধ-লোভ রিপুসমূহ হতে নিজেকে বাচিয়ে রাখে, মন্দ স্বভাব হতে নিজেকে পবিত্র রাখে, নির্জনে

চোখ বন্ধ করত উপবেশনপূর্বক জড়জগত হতে ইন্দ্রিয়সমূহের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং আধ্যাত্বিক জগতের সাথে আত্মার সংযোগ স্থাপন করে হৃদয় দ্বারা (জিহ্বা দ্বারা নয়) ‘আল্লাহ্’ যিকির করতে থাকে, এমনকি নিজকে ও সমস্ত বিশ্বজগত ভুলে যায়, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই তার চিন্তা থাকে না, তবে জাগ্রত অবস্থায়ও তার অন্তর্দ্বার খোলা থাকবে। লোকে স্বপ্নে যা দেখতে পায় এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই তা দেখতে পাবে, ফেরেশতাগণ মনোহর আকৃতিতে তার নিকট প্রকাশিত হবে, সে ব্যক্তি পয়গম্বরগণকে দেখতে পাবে এবং তাদের নিকট হতে সাহায্য পাবে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য তার দৃষ্টিগোচর হবে।

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত সৌভাগ্যের পরশমনি–১ম খন্ড, অনুবাদক: আব্দুল খালেক)

পারলৌকিক বাণিজ্যে প্রবৃত্তির হিসাব-নিকাশের উপায়

মানব এ জগতে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করেছে এবং নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে তার কাজ-কারবার। এই বাণিজ্যের লাভ বেহেশ্ত এবং ক্ষতি দোযখ। পার্থিব ব্যবসায়ে যাকে অংশীদার করা হয়, তার আচরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়, লাভ-ক্ষতির হিসাব নেয়া হয় এবং ক্ষতি করলে শাস্তি ও তিরস্কার করা হয়, নফসের সহিত সেরুপ ব্যবহারের জন্য ছয়টি উপায় রয়েছে। যথা:

(১) মুশারাতা (নফ্সের সাথে চুক্তি সম্পাদন),(২) মুরাকাবা (আল্লাহ্ তাআলার ধ্যান সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা এবং মনে করা যে, তিনি মানবের কার্যকলাপ দেখছেন ও মনোভাব জানেন), (৩) মুহাসাবা (কৃতকার্য পর্যালোচনা), (৪) মু'আকাবা (নফ্সকে শাস্তি দান), (৫) মুজাহাদা (নফ্সের বিরুদ্ধারণ), (৬) মু'আতাবা (নফ্সকে তিরস্কার করা)।

মুশারাতা (নফ্সের সাথে চুক্তি সম্পাদন)

কার্য আরম্ভ করার পূর্বেই প্রবৃত্তির সাথে চুক্তি সম্পাদন করে নেওয়া আবশ্যক। দুনিয়ার ব্যবসায়ে অপরকে শরীক করে তার হাতে মূলধন অর্পণ করলে এবং সেই ব্যবসায়ে লাভ পাওয়া গেলে শরীককে উপকারী বন্ধু বলা চলে। কিন্তু মূলধনই নষ্ট করে ফেললে

সে শত্রু বলে বিবেচিত হয়। এজন্যই শরীকের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করার পূর্বে চুক্তি করতে হয়, চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী সে ব্যবসা পরিচালনা করে কি না, তার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় এবং মাঝে মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ নিতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে নফসকে শরীক করার পর সেরূপ চুক্তি সম্পাদন পূর্বক নফসের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং মাঝে মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসাব নিতে হবে। পরকালের বাণিজ্যের লাভ চিরস্থায়ী। কিন্তু সাংসারিক ব্যবসায়ের লাভ ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ।

পরমায়ু পারলৌকিক বাণিজ্যের একমাত্র মূলধন

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্য করে, সেই ব্যক্তি জ্ঞানী।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,, যে কার্য সম্মুখে আসে তা পরীক্ষা করে দেখ, হিতকর হলে কর, অনিষ্টকর হলে বিরত থাক।

জীবনের প্রতি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য সম্পদ। এক একটি নিশ্বাসের বিনিময়ে পরকালের এক একটি অবিনশ্বর সম্পদ-ভান্ডার অর্জিত হয়। অতএব বিবেচনা করে দেখ, এরূপ অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহারে কি

প্রকার যত্ন-সাধনা এবং হিসাব-নিকাশ আবশ্যক। যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কিছু সময়ের জন্য মনোনিবেশ করে পরমায়ুর সদ্ব্যবহারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে চুক্তিতে আবদ্ধ করে নেয়, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যহ কার্য আরম্ভের পূর্বেই স্বীয় নফসকে লক্ষ্য করে বলে, দেখ মন, পরমায়ু ব্যতিত তোমার কোন মূলধন নাই। যে মুহূর্ত অতিবাহিত হল তা আর ফিরে পাবে না। কেননা মৃত্যু পর্যন্ত তুমি যতগুলি নিশ্বাস ফেলিবে, তা আল্লাহ্ তাআলার নিকট গণনা করা ও নির্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা অধিক একটি নিশ্বাসও ফেলার অবসর তোমাকে দেওয়া হবে না। পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে বাণিজ্য করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং যা করার এখনই করে নাও। গত রাতে যখন তুমি ঘুমিয়েছিলে তখন একপ্রকার

মৃত ছিলে। আল্লাহ্ তাআলা দয়া করে তোমাকে যেন নতুন জীবন দান করলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মরে গেলে আশা থেকে যেত, হায়! যদি একদিনের অবকাশ পেতাম, তবে নিজের কাজ কিছুটা সংশোধন করে নিতাম। এখন আল্লাহ্ তাআলা দয়া করে তোমাকে এ দিনটি দিলেন। হে নফস, কথা শুন, আজকের প্রতিটি নিশ্বাসকে এক একটি অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে সদ্ব্যবহার কর এবং একটি মুহূর্তও বৃথা অপচয় করো না। আগামীকাল বেঁচে থাকার অবকাশ তুমি হয়ত পাবে না, তাহলে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকবে না। আজ বুঝে নাও যে, তুমি মরে গিয়ে এক দিনের জীবন-ভিক্ষা চেয়েছিলে এবং আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে তা দান করেছেন। এমতাবস্থায় এই দিনটি অবহেলায় নষ্ট করে পরম সৌভাগ্য

হতে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কি হতে পারে?

মুরাকাবা

সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে দেখছেন? সূরা আলাক, আয়াত–১৪

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ, এইভাবে তার ইবাদত কর। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন।

আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন – এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকলে, ইহার চরম উন্নত অবস্থা এই হবে যে, তখন আল্লাহর নূর সর্বদা মানবের চোখে দৃশ্যমান হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমার সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন। মানুষ শুধু লোকের বাহ্যিক আচরণ দেখতে পায় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ভিতর–বাহিরের সমস্ত বিষয় সমভাবে দেখছেন। এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করার নামই মুরাকাবা। আল্লাহ্ তাআলা সব দেখেন, জানেন – কথাটি যে ব্যক্তি ভালরূপে বুঝেছে এবং এই উপলব্ধি যার হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, তার দেহ ও মন সর্বদা ভীত ও বিনীত থাকে। এই বিশ্বাসটি যার নাই সে কাফির। আবার সেই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচরণে পাপে লিপ্ত হয়, সে অবাধ্য। মুরাকাবার প্রথম ধারা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের নিজ ক্ষমতায় সম্পন্ন প্রত্যেক গতি–স্থিতি সম্পর্কে তাকে তিনটি প্রশ্ন করা

হবে। যথা –(১) কেন করলে? (২) কিরূপে করলে? (৩) কার জন্য করলে?

কার্যের ইচ্ছা মনে উদয় হওয়ামাত্র ইহা ভাল কি মন্দ, পরীক্ষা করা কর্তব্য। পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে, ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তবে কার্য করবে। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা চরিতার্থের জন্য হলে তা করবে না এবং আল্লাহকে লজ্জা করবে। বরং এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হয়েছে বলে স্বীয় প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করবে এবং প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা চরিতার্থের জন্য পরিণামে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, এই ধারণাটি অন্তরে বদ্ধমূল করে নিবে।

মুরাকাবার দ্বিতীয় ধারা

কার্য যথারীতি ও যথানিয়মে হচ্ছে কি না, পর্যবেক্ষণ করে দেখা। সমস্ত কার্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (১) ইবাদত, (২) পাপ কার্য, (৩) মুবাহ্ বা যাতে পাপ ও পুণ্য নেই। ইবাদতের ব্যাপারে তা বিশুদ্ধ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে কিনা এবং সেই সময়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগ আছে কিনা, তা যথানিয়মে হচ্ছে কিনা, তা সুন্দর ও ত্রুটিহীন হচ্ছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পাপ কার্যের ব্যাপারে আল্লাহকে যেরূপ লজ্জা করা এবং যেরূপ অনুতাপের সাথে তওবা করা আবশ্যক, সেইরূপ করা হচ্ছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মুবাহ কার্যে যেরূপ আদব ও নিয়ম রক্ষা করতে হয়, ইহা পালন করা।

নিয়ামত পেয়ে নিয়ামত দাতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সর্বদা আল্লাহ্ দেখছেন বলে বিশ্বাস করা। আদবের সাথে বসা, শয়নকালে পশ্চিম দিকে মুখ রেখে ডান পার্শ্বে শয়ন করা। আহারের সময় আল্লাহর করুণা ও কৌশলের চিন্তা ব্যতীত উদাসীনতার সাথে আহার করা উচিত নয়। এরূপ চিন্তা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। মানবের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আল্লাহর আশ্চর্য সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ পাচ্ছে। মানবের যে সকল অঙ্গ অন্ন গ্রহণ করে এবং যে সমস্ত অঙ্গ ভুক্তদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করে হজম করার ও ক্ষুধা নিবারণের উপায় করে দেয়, প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ তাআলার আশ্চর্য শিল্পের নিদর্শন। এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টির-কৌশল অবলম্বনে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

মুহাসাবা (কৃতকর্ম–পর্যালোচনা)

কিয়ামত দিবসে মানবের বিচার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারের দাড়ীপাল্লা স্থাপন করব, তখন কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি তিল পরিমান ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৪৭

স্বীয় কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য মানবের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, সে আগামী কালের (আখেরাতের) জন্য পূর্বে কি পাঠিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা। সূরা হাশর, আয়াত:১৮

ওমর (রা) বলেন, কিয়ামত দিবসে তোমার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিবার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ কর।

ইবনে সাম্মাহ (র) হিসাব করে দেখলেন যে, তার বয়স ষাট বৎসর হয়েছে। এই ষাট বৎসরে একুশ হাজার ছয়শত দিন হয়। "হায় আফসোস! প্রত্যহ একটি পাপ করলেও একুশ হাজার ছয়শত পাপ হয়েছে। এমতাবস্থায় পরিত্রাণ কিরূপে হবে?

হাসান (রা) বলেন, যে মন নিজকে তিরস্কার করে এবং কার্য শেষে সর্বদা এইরূপ হিসাব নেয় যে, তুমি অমুক কাজ কেন করলে, অমুক বস্তু কেন আহার করলে? এমন মনকে 'নফসে লাওয়ামা' বলে।

কার্যশেষে কৃতকর্ম পর্যালোচনা করা আবশ্যক। প্রত্যহ দৈনিক কাজ সম্পন্ন করে রাতে শয়নকালে একবার প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করা উচিত। তাহলে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে জানা যাবে। শরীয়তে যে সকল কাজ অবশ্যকর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত, তা যথাযথ পালন করলে মূলধন ঠিক থাকে। তা সম্পন্ন করার পর অতিরিক্ত সৎকার্য করলে, তা লাভে পরিগণিত হয়। সাংসারিক ক্ষতির আশঙ্কায় লোকে যেমন শরীক হতে সঠিকভাবে হিসাব-নিকাশ গ্রহন করে সেরূপ স্বীয় প্রবৃত্তি হতেও হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ প্রবৃত্তি ধূর্ত ও প্রতারক। প্রবৃত্তি নিজের হীন স্বার্থকে তোমার সম্মুখে ইবাদতরূপে উপস্থাপিত করে, যেন তুমি ইহাকে লাভজনক মনে কর, অথচ ইহা

তোমার জন্য ক্ষতিকর। এমনকি নির্দোষ মুবাহ কার্যেও প্রবৃত্তির নিকট হতে হিসাব নিবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, কেন একাজ করলে? কার জন্য করলে? প্রবৃত্তির কোন দোষ–ত্রুটি দেখলে, তাকে দায়ী করবে এবং তার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করবে।

মু'আকাবা (প্রবৃত্তিকে শাস্তি দান)

হযরত আবূ তালহা (রা) একদিন স্বীয় খেজুর বাগানে নামায পড়ছিলেন। সেই সময়ে একটি সুন্দর পাখি বাগানে উড়ছিল। সেই সৌন্দর্যের খেয়াল তার মনে জাগ্রত হলে তিনি নামাযে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন এবং কত রাকাত নামায পড়া হয়েছে, তা তিনি ভুলে গেলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি বাগানটি দান করে দিলেন। একদিন ওমর (রা) এর মাগরিবের নামাযে এতটুকু

বিলম্ব হল যে, এই সময়ে আকাশে দুইটি তারা দেখা গেল। ইহার কাফ্ফারাস্বরূপ তিনি দুইজন গোলাম আযাদ করে দিলেন। প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ না করা অন্যায়। প্রবৃত্তিকে স্বাধীন ছেড়ে দিলে ইহা নির্ভয় ও অবাধ্য হয়ে পড়ে, তখন ইহাকে বশে আনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। বরং অন্যায় কার্য করা মাত্র ইহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। সন্দেহের বস্তু খেলে শাস্তিস্বরূপ ইহাকে উপবাস রাখতে হবে, নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করলে সাথে সাথেই দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিতে হবে। অন্যায় কার্য ধরা পড়লে প্রত্যেক অঙ্গ–প্রতঙ্গকেই সেরূপ শাস্তি প্রদান করবে।

মু'আতাবা (প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা)

হে মুহাম্মদ (স)! তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ ঈমানদারগণকে উপকার করে। সূরা যারিয়াত, আয়াত-৫৫

মানব প্রবৃত্তি এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে, ইহা সৎকর্ম হতে পলায়ন করে এবং অপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। সৎকর্মে অলসতা এবং লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা প্রবৃত্তির স্বভাব। প্রবৃত্তির স্বভাব হতে এই দোষ দূর করতে এবং ইহাকে বিপথ হতে সুপথে আনার জন্য তুমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছ। কোন সময় কঠিন ব্যবহারে, কোন সময় কোমল ব্যবহারে, কখনও কর্মে, আবার কখনও উপদেশে প্রবৃত্তিকে সংশোধন করা যায়। প্রবৃত্তি কোন কার্যে লাভ দেখিলে ইহা সম্পন্ন করতে প্রস্তুত হয়। এমনকি লাভজনক কার্য

করিতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হলেও তা সহ্য করে। কিন্তু অধিকাংশ সময় অজ্ঞানতা ও অন্যমনস্কতা প্রবৃত্তির সম্মুখে এক দুর্ভেদ্য পর্দার সৃষ্টি করে যে, এজন্য কার্যের লাভ-ক্ষতি দেখতে পায় না। অজ্ঞানতা ও অন্যমনস্কতা হতে জাগ্রত করে লাভ-ক্ষতি স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারলে প্রবৃত্তি লাভজনক কার্য করতে প্রস্তুত হয়।

প্রবৃত্তিও অপরের ন্যায় উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তাকে উপদেশ দাও ও তিরস্কার কর।

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপকাজসমূহ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়ই যারা পাপকাজ করে, শীগ্রই তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। সূরা আনআম, আয়াত:১২০

সেদিন জাহান্নামকে নিকটবর্তী করা হবে, তখন মানুষ স্মরন করবে, কিন্ত এই স্মরন তার কি কাজে আসবে? সে বলবে, হায়, আমি যদি পূর্বেই নিজ জীবনের জন্য (সৎকাজ) পাঠাতাম। সেদিন তার শাস্তির মত কেউ শাস্তি দিবে না এবং তার মত দৃঢ় বন্ধনে কেউ আবদ্ধ করবে না। সূরা বালাদ, আয়াত :২৩

তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী রাখা হয়েছে, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, এতে তাদের চামড়া এবং তাদের পেটে যা আছে, তা গলে যাবে। তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য লোহার দন্ড থাকবে। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে এর

মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (বলা হবে) যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর। সূরা হজ্জ, আয়াত : ১৯

"হে মন, পরিতাপের বিষয় যে, তুমি সমস্ত দিন পাপে রত থাক। যদি মনে করে থাক যে, আল্লাহ্ তোমার পাপ দেখছেন না তবে তুমি কাফির। আর যদি জান যে, তিনি তোমাকে পাপ করতে দেখছেন এবং ইহা জানা সত্ত্বেও পাপ কর, তবে তুমি নির্লজ্জ। তার চোখের সামনে পাপ করে যাচ্ছো, অথচ ভীত হচ্ছো না। হে মন, একটু ভেবে দেখ, তোমার গোলাম তোমার আদেশ অমান্য করলে তুমি তার প্রতি কিরূপ রাগান্বিত হয়ে থাক। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তুমি কিরূপে নিশ্চিন্ত হলে যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রাগান্বিত নন এবং তোমাকে শাস্তি দিবেন না? যদি ধোকায় পড়ে মনে করে থাক যে,

আল্লাহর শাস্তি সহ্য করতে পারবে তবে কিছুক্ষণের জন্য প্রদীপশিখার উপর আঙ্গুল ধরে রাখ, তাহলে তোমার অক্ষমতা বুঝতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি ভেবে থাক যে, তুমি যা করছো তার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দিবেন না, তবে তুমি কোরআন এবং একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছো। (ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত সৌভাগ্যের পরশমনি–৪র্থ খন্ড, অনুবাদক: আব্দুল খালেক)

রুহ বা আত্মা

বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৮৫

মানবদেহে যে রুহ রয়েছে, তা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু উপলব্ধি করা যায় এবং এ বস্তুটির কারনেই আমরা জীবিত। যদি তা না থাকে তাহলে আমরা মৃত। যতক্ষন রুহ মানবদেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষনই মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন তার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু রুহানী শক্তি তখন বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন স্বপ্নে অনেক দৃশ্য দেখে, এমনকি পারলৌকিক জীবনের অনেক বিষয় সম্পর্কেও অবগত হয়।

যারা আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, কেননা তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না। সূরা বাকারা, আয়াত:১৫৪

শহীদগণ জীবিত। তাদেরকে মৃত বলা বৈধ নয়। অথচ তাদের দেহ মৃত্যুবরণ করেছে। এর দ্বারা একথা প্রমানিত হয় যে, শুধু মানবদেহকে পূর্ণ মানুষ বলা যায় না। তার মধ্যে অন্য আর একটি বস্তু রয়েছে, সেটাই রুহ। মানবদেহের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি কোষে, প্রতিটি গ্রন্থিতে রুহ একইভাবে বিরাজমান থাকে। রক্ত সঞ্চালন, তাপ বা বাতাসের উপর, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর রুহ নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে ব্যক্তির মাঝে রুহের বিচ্ছুরণ হয়েছে।

নফস বা প্রবৃত্তি

নফস বা প্রবৃত্তি রুহ থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। রুহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে

অনুপ্রাণিত করে এবং পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য উপকারী পথ ও মতের অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। রূহ পরকালীন জীবনের মুক্তির দিক-নির্দেশনা প্রদর্শন করে। রূহ মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগকৃত কার্যানুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বা হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে। রূহানী শক্তি থেকেই পবিত্র চরিত্র, বিবেকবুদ্ধি, ধৈর্য, সহনশীলতা, দানশীলতা ও মানবতাসুলভ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। রূহ পবিত্রতার প্রতিক।

নফস বা প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদের দিকে, ভোগ-বিলাসিতা ও পাপাচারের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ

তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করার জন্য উৎসাহিত করে তোলে। এমনকি মনুষ্যত্বকে পশুত্বের স্তরে অবনমিত করার পথ উন্মুক্ত করে। কাম-ক্রোধ ও লোভ-মোহে আচ্ছন্ন করে মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করে। এই নফস বা প্রবৃত্তির তিনটি রুপ। যথা- (১) নফেস আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি) (২) নফেস লাওয়্যামাহ (অনুতপ্ত প্রবৃত্তি) (৩) নফেস মুতমায়িন্নাহ (পবিত্র প্রবৃত্তি)।

নফসে আম্মারা কুপ্রবৃত্তির কাজ হলো মন্দকাজের প্রতি ধাবিত করা। পাপ, অমঙ্গল, অকল্যাণ, অপবিত্রতা ও আল্লাহদ্রোহিতার পথে ধাবিত করে মানুষকে বিপথগামী করাই নফসে আম্মারার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পাপাসক্ত মানুষ কখনও কখনও পাপের প্রতি ঘৃনাবোধ করে এবং পাপ ও অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করে। মনে মনে ভাবে, আহা! পাপ কাজে লিপ্ত না হলে কতই না ভাল হতো, কি অন্যায়ই না আমি করে ফেলেছি, এমনটি করা আমার মোটেও উচিত হয়নি। এমনিসব অনুতাপ ও শাসন-চেতনা মনের মধ্যে দানা বেধে উঠে। এই অবস্থাকেই নফসে লাউয়্যামাহ বলে।

অনুশোচনা, অনুতাপ ও আফসোসের ঘাত-প্রতিঘাতে মনের মাঝে পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মনের গভীর থেকে পাপ-চিন্তা ধুয়ে-মুছে পবিত্র হয়ে যায়। এভাবে পাপ-প্রবৃত্তির অবসান ঘটে ও মনের মাঝে পাপ মুক্ত ও পবিত্রতার অঙ্গনে বিচরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য উতলা হয়ে

উঠে। এই অবস্থাকে নফসে মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত চিত্ত বলে।

রুহ এবং নফসের মাঝে আকাশ–পাতাল পার্থক্য। রুহ নূর দ্বারা তৈরী। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তারা সর্বদাই আল্লাহ্ তাআলার বাধ্যগত। অবাধ্যতার লেশমাত্রও তাদের মাঝে নেই। তেমনিভাবে রুহ আল্লাহ্ তাআলার একান্ত বাধ্য হয়ে ফেরেশতা স্বভাবে নিজেকে বিভুষিত করতে চায় এবং নূরের রজ্জুকে ধারণ করে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালায়।

সৃষ্টজগতের প্রতিটি বস্তুরই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হয়। আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারাই দেহ সতেজ হয়, শক্তিশালী হয় ও পুষ্টি লাভ করে। এ দ্বারা নফস বা প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং রুহানী শক্তিকে

নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। কিন্তু রুহের পরিপুষ্টি আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারা সাধিত হয় না। রুহের খাদ্য ও পরিপুষ্টির একমাত্র উপাদান হচ্ছে, আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং আল্লাহর যিকির বা স্মরণের মাধ্যমে রুহ যখন পরিপুষ্টি লাভ করে তখন দৈহিক শক্তি বা প্রবৃত্তি তাকে অধীনস্ত করতে পারে না, বরং নফস বা প্রবৃত্তি রুহের অধীনস্ত হিসেবে দেহের মাঝে অবস্থান করে।

নফস ও তার আকাঙ্খাকে পর্যুদস্ত করার তিনটি উপায় আছে এবং এই তিনটি পদ্ধতিতেই নফসের সকল কামনা–বাসনাকে ধ্বংস করা সম্ভব। প্রথমত, কাম চরিতার্থতা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, তাতে কখনো লিপ্ত না হওয়া এবং অল্প আহার করা । কারন

শক্তিশালী ও সবল পশুর খাদ্য যখন কমিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে বিনীত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, অধিক ইবাদত ও নেক আমল করে তার উপর বোঝা হিসেবে তা চাপিয়ে দেওয়া, ফলে সে অনুগত হয়ে যায়। তৃতীয়ত, আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করা। তার সাহায্য ব্যতীত এই নফ্সে আম্মারা (কাম-প্রবৃত্তি) দমন করা সম্ভব নয়।

ইউসুফ (আ) বলেছেন, নফস সর্বদা মন্দের প্রতি আকর্ষন করে, কেবলমাত্র যে নফসের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে, তা ব্যতীত। সূরা ইউসুফ, আয়াত:৫৩

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত রুহ কি এবং কেন, অনুবাদক: মাওলানা এ,কে,এম ফজলুর রহমান মুনশী)

সাধু-চিন্তা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক ঘন্টা সাধু-চিন্তা এক বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করো না। কারণ সেই তেজ তোমরা সহ্য করতে পারবে না এবং তার মর্যাদাও রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত আয়শা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। আমি নিবেদন

করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ পাপ হতে মুক্তি দিয়েছেন, তথাপি আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি কিরূপে না কেঁদে থাকতে পারি? আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, “নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন–রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।” সূরা ইমরান, আয়াত:১৯০, এরপর বললেন, এই আয়াত যে ব্যক্তি পাঠ করে অথচ উক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করে না তার জন্য আফসোস।

সাধু–চিন্তার উদ্দেশ্য

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে একটি আলো এবং কিতাব এসেছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং

তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন। সূরা মায়িদাহ, আয়াত:১৫

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা অন্ধকারে তার মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের উপর তার নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সেই নূরের আলোকপ্রভা যে ব্যক্তির উপর পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যে ব্যক্তির উপর তা পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তিরমিযী:২৬৪২

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই তার একটি আলোর আবশ্যক যাতে সেই আলোর সাহায্যে সে অন্ধকার হতে বের হয়ে

স্বীয় গন্তব্যপথ অবলম্বন করতে পারে এবং ইহার প্রভাবে জানতে পারে যে, তাকে কোন কাজ করতে হবে, কোন পথে চলতে হবে, পার্থিব পথে না পারলৌকিক পথে চলতে হবে? কার প্রতি আসক্ত হতে হবে? নিজের প্রতি না আল্লাহর প্রতি আসক্ত হতে হবে? জ্ঞানের আলো ব্যতীত মানব এই সমস্ত কথা জানতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্ধকারের মধ্যে মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তার উপর আল্লাহর নূরের রশ্নি বর্ষিত হয়েছে।

পথিক অন্ধকারে পড়লে যখন দিশেহারা হয়ে পথ চলতে পারে না, তখন সে লৌহদন্ড ও পাথর ঠুকে আগুন উৎপন্ন করে প্রদীপ জ্বালায় এবং প্রদীপের আলোর সাহায্যে সে

যেমন চারাপশের অবস্থা দেখতে পায়, কষ্টকর অবস্থা দূরীভূত হয়, কোনটি সঠিক পথ কোনটি ভুল পথ নির্বাচন করতে পারে, সঠিক পথ অবলম্বনে নিরাপদে গন্তব্যে চলে যেতে পারে। মানবের অবস্থা সেরুপ। সে অন্ধকারময় পৃথিবীতে এসে কোন দিকে যাবে, বুঝে উঠতে পারে না। নিরাপদে চির সুখের স্থানে পৌছার জন্য তারও একটি আলোর প্রয়োজন। "পরকাল স্থায়ী ও দুনিয়া অস্থায়ী এবং যা স্থায়ী তা অস্থায়ী অপেক্ষা উত্তম" –এই দুইটি জ্ঞানের একটি লৌহদন্ড ও অপরটি পাথর। চিন্তা পাথরের উপর লৌহদন্ডের আঘাতসদৃশ এবং উত্তম জ্ঞান আলোসদৃশ। এরুপ আলোপ্রাপ্ত হলে মানবের মানসিক অবস্থা ও কার্যকলাপের পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরুপ, যখন সে বুঝতে পারে যে,

দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উত্তম, তখন সে দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে। সাধু-চিন্তা সর্ববিধ সৎকর্মের মূল কারণ

সাধু-চিন্তা হতে মারিফাত (পরিচয়-জ্ঞান), অবস্থা এবং আমলের উৎপত্তি হয়। পরজগত স্থায়ী ও ইহজগত অস্থায়ী -এই দুইটি মৌলিক জ্ঞানকে সংযোগ করাই হল সাধু-চিন্তা। এই সংযোজনের ফলে 'পরকাল ইহকাল হতে উত্তম' এই কথাটি জানতে পারি। এটাই হল মারিফাত বা পরিচয় জ্ঞান। এই পরিচয় জ্ঞানের ফলে আমাদের অন্তরে ইহকালের প্রতি অনাকর্ষণ ও পরকালের প্রতি আকর্ষণের উৎপত্তি হয়। এটাই হল অবস্থা। এই অবস্থার ফলে আমরা পরকালের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে

অসৎকাজ বর্জন করত নেককাজে মনোনিবেশ করি। এটাই হল আমল।

ধর্মপথ সম্পর্কিত চিন্তার পটভূমি

মানুষের চিন্তার পটভূমি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা – (১) নিজের সম্পর্কে, (২) আল্লাহর সম্পর্কে।

নিজের সম্পর্কে চিন্তার পটভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – (১) নিজের সেই দোষসমূহ যা আল্লাহর অপ্রিয় ও যা হতে মুক্ত না হলে আল্লাহ হতে দূরবর্তী ও আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হতে হয়। এইরূপ দোষসমূহকে পাপ ও ধ্বংসকর দোষ বলে (২) নিজের গুণসমূহ যা আল্লাহর প্রিয় ও যার কল্যাণে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য ও

আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এরুপ গুণসমূহকে পুন্য ও পরিত্রানকারী গুণ বলে।

আল্লাহর সম্পর্কে চিন্তার পটভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – (১) আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করা, (২) আল্লাহর কার্যাবলী ও তার বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করা।

ধর্মপথ সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম পটভূমি

নিজের স্বভাবে কি কি মন্দ দোষ আছে, চিন্তা ও অনুসন্ধান করে তা হতে নিজকে পবিত্র করতে হবে। পাপ ও মন্দ স্বভাব অসংখ্য। কিছু পাপ কার্য সপ্ত অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত এবং কিছু পাপ কার্য সমস্ত দেহের সাথে সম্পর্কিত।

আত্মপরীক্ষার জন্য চিন্তার ধারা

প্রকাশ্য ইবাদত ও পাপ সম্পর্কে চিন্তা করার পর অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করবে। তোমার হৃদয়ে কোন কোন ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব আছে এবং পরিত্রাণকারী সদগুণের মধ্যে কোনটি নাই তা অনুসন্ধান করবে। মন্দ স্বভাবের মধ্যে যেগুলি দেখতে পাবে, সংশোধন করবে এবং যে সদগুণের অভাব দেখবে তা অর্জনে তৎপর হবে।

মূল ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব দশটি। যথা – (১) কৃপণতা (২) অহংকার (৩) আত্মসম্মান (৪) রিয়া (৫) হিংসা (৬) রাগ (৭) অতিরিক্ত খাবারের প্রতি লোভ (৮) অতিরিক্ত কথা বলা (৯) অতিরিক্ত ধন–সম্পদের লোভ (১০) সম্মানের লোভ। মূল পরিত্রাণকারী সদগুণ দশটি। যথা –

(১) তওবা (২) ধৈর্য (৩) আল্লাহরর বিধানে সন্তোষ (৪) কৃতজ্ঞতা (৫) আল্লাহর ভয় (৬) আল্লাহর রহমতের আশা (৭) সংসার-বিমুখতা (৮) ইখলাস (একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) (৯) সর্বজীবের সাথে সদ্ব্যবহার (১০) আল্লাহর মহব্বত।

আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সন্বন্ধে চিন্তা

তার কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি পরিশ্রান্ত হন না। তিনি সমুন্নত ও মহান। সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৫

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে স্থির রাখেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে স্থির রাখবে? সূরা ফাতির, আয়াত:৪১

তারা আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন পৃথিবী তার এক হাতে থাকবে এবং আকাশসমূহ তার ডান হাতে থাকবে। সূরা যুমার, আয়াত:৬৭

যখন (কিয়ামতের দিন) সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সূরা কিয়ামাহ, আয়াত:৯

যখন নক্ষত্রসমূহকে আলোহীন করা হবে। সূরা মুরসালাত, আয়াত:৮

যখন সূর্যকে আলোহীন করা হবে। সূরা তাকয়ীর, আয়াত:১

মূসা (আ) যখন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে দেখবো, তখন আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে, অতপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের উপর আলো পতিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ন-বিচুর্ন করে দিল, মূসা (আ) অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন তার চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, আপনি মহান ও পবিত্র

সত্তা, আমি তওবা করছি এবং আমিই মুমিনদের সর্বপ্রথম। সূরা আরাফ, আয়াত:১৪৩

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করো না। কারণ সেই তেজ তোমরা সহ্য করতে পারবে না এবং তার মর্যাদাও রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী অবলম্বনে চিন্তার রাজ্য অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মানব এই চিন্তা করতে অক্ষম এবং তাদের জ্ঞান তত উর্ধ্বে উঠতে পারে না। মনে করো না যে, আল্লাহর প্রতাপ ও গৌরব গুপ্ত আছে বলে লোকে

তার যথার্থ মর্যাদা বুঝতে অক্ষম, বরং তার জ্যোতি এতই উজ্জ্বল ও প্রখর যে, দুর্বল মানব তা সহ্য করতে পারে না। কেবল নবী, সিদ্দীক ও ওলীগণই আল্লাহর জ্যোতি দর্শনের ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তারাও সর্বদা দেখার ক্ষমতা রাখেন না। সর্বদা আল্লাহর জ্যোতি দর্শন করলে তাদের চোখ ঝলসে যাবে এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যেমন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সব কিছু তারই পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই, যা তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ও

মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না, তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল। সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪৪

বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ আকাশ-পাতাল ও প্রত্যেক বালুকণা নিজ নিজ ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং তার অসীম শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করছে। ঐ সমস্ত বিস্ময়কর পদার্থ এত অসীম যে, তা বর্ণনা করা যাবে না।

হে মুহাম্মদ (স), তুমি বল, যদি আল্লাহর মহিমাসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র-পানি কালি হয় তবে তার মহিমা বাক্য লেখার পূর্বেই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে আরও সমুদ্র-পানি পরিমান কালি এনে দিলে

তাও শেষ হয়ে যাবে। সূরা কাহাফ, আয়াত:১০৯

সৃষ্ট পদার্থ দুই প্রকার। এক প্রকার পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে এবং দ্বিতীয় পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই।

সব মহিমা আল্লাহর, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যা যমীন হতে উৎপন্ন হয় তার মধ্যে, মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং যা তারা জানে না তার মধ্যেও। সূরা ইয়াসিন, আয়াত:৩৬

যে পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে আমরা কি প্রকারে চিন্তা করতে পারি? আবার যে পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পদার্থ আমরা দেখতে পাই না। যথা–

আরশ, কুরসী, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ আমরা দেখতে পাই। যথা–আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি।

দৃশ্যমান পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা

নিশ্চয়ই আকাশ ও ভূমন্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। সূরা আল ইমরান, আয়াত:১৯০

আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ পাহাড়–পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নগর, ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ ও মনি–মুক্তা এবং ভুতলস্থ উদ্ভিদ এবং জলচর স্থলচর জীবজন্তু হতে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব সমস্ত পদার্থই চিন্তার বিষয়। এ সকলের মধ্যে মানব সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। এছাড়া

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, মেঘ গর্জন, বজ্রবিদ্যুৎ, রঙধুন ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ সকলই চিন্তার বিষয়। এ সমস্তই আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্ট পদার্থ। এ সমস্তই আল্লাহর নিদর্শন।

মানবদেহ সম্পর্কে চিন্তা

আল্লাহ্ তাআলার অগণিত নিদর্শনের প্রথম নিদর্শন যা তোমার নিকটবর্তী তুমি নিজেই। বিশ্বজগতে তোমার অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর আর কিছুই নাই, অথচ তুমি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে উদাসীন।

বিশ্বজগত সম্পর্কে চিন্তা

বিশ্বজগত আল্লাহর গৃহসদৃশ। তুমি কোন রাজা বা বাদশার মনোরম সৌধ ও নানারূপ চিত্রবিচিত্র রাজপ্রাসাদ দেখলে ইহার শিল্পনৈপুন্য দর্শনে মুগ্ধ হও এবং প্রশংসা কর। কিন্তু তোমরা সর্বদা মহান বাদশা আল্লাহর এই বিস্ময়কর বৈচিত্রময় রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছো অথচ ইহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপূন্য দর্শনে মোটেই মুগ্ধ হচ্ছো না। এই বিশ্বজগত আল্লাহর রাজপ্রাসাদ। ভূমি ইহার বিছানা এবং আকাশ ইহার ছাদ। বিনা স্তম্ভে এত বড় ছাদ স্থির রয়েছে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাহাড়-পর্বত এই গৃহের ধনভান্ডার এবং সমুদ্র ইহার রত্নাগার। জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ইহার গৃহসামগ্রী। চন্দ্র এই গৃহের প্রদীপ, সূর্য মশাল, নক্ষত্রসমূহ ঝাড়বাতি এবং

ফেরেশতাগণ সেবক–দাস। কিন্তু তুমি এই রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র সম্বন্ধে উদাসীন। কারণ এই রাজপ্রাসাদ অতি বড়, কিন্তু তোমার চোখ নিতান্ত ছোট। এই ক্ষুদ্র চোখে এত বড় রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছো না। তুমি এমন পিপীলিকাসদৃশ যে, রাজপ্রাসাদের কোন একটি স্থানে ছিদ্র করে ইহাতে বাস কর। তুমি নিজের বাসগৃহ, আহার এবং বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের সংবাদ রাখো না। তুমি মহান বাদশার রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য, দাসদাসীর প্রাচুর্য, রাজসিংহাসনের প্রতাপ এবং স্বয়ং বাদশারও কোন সংবাদ জানো না। তুমি তোমার অন্তরের চোখ দিয়ে দেখো, তাহলেই তুমি তা দেখতে পাবে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিশাল রাজপ্রাসাদের শিল্পনৈপুন্য

দর্শনে মুগ্ধ হবে এবং অবাক বিস্ময়ে তোমার মুখ দিয়ে বের হবে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

যিনি উর্ধ্বদেশে খুটি ব্যতীত আকাশ স্থাপন করেছেন, তোমরা তা দেখছো, অতঃপর তিনি আরশে আসন গ্রহণ করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী আবর্তন করছে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রন করেন এবং নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যেন তোমরা পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্মন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে নদী ও পর্বত সৃষ্টি করেছেন,

জোড়ায় জোড়ায় ফল সৃষ্টি করেছেন, তিনি দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। সূরা রাদ, আয়াত : ২

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত সৌভাগ্যের পরশমনি–৪র্থ খন্ড, অনুবাদক: আব্দুল খালেক)

মুশাহাদা (আল্লাহর নূর দর্শন)

আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর আলো। সূরা নূর, আয়াত:৩৫

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর যেন তুমি তাকে দেখছো। তবে যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন সে ধারনা পোষণকরে তার আনুগত্য কর।

এই হাদিসে বর্ণিত প্রথম অবস্থা হচ্ছে মুশাহাদা (সাক্ষাৎ দর্শন) এবং দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে হুযুরে কাল্ব (অন্তর উপস্থিতি)।

আত্মশুদ্ধির যাবতীয় পর্যায় অতিক্রম করার পর মুশাহাদা বা আল্লাহর নূর দর্শন পর্যায় আসে। যার সর্ব প্রথম পর্যায় হল পাপ হতে তওবা করার পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করা। মন্দ অভ্যাস দূরীভূতকরণ এবং উত্তম ও প্রশংসনীয় অভ্যাস ও গুণাবলী অর্জন করার পর সর্বদা মুখে, অন্তরে, আত্মায় এবং নিবিড় ও গভীর রহস্যে নিমগ্ন হয়ে বস্তুজগত বিস্মৃত হওয়া। আল্লাহ্ তাআলার সত্তা আকারহীন। কেননা সুরতাকার দৈহিক কাঠামোর বৈশিষ্ট। যা পরিমান, অবস্থান, হালত, সীমানায় সীমাবদ্ধ এবং প্রান্তিক দিকসমূহের দ্বারা

অর্জিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা দৈহিক বৈশিষ্টাদি হতে মুক্ত। কারণ দেহ নানা উপাদানে গঠিত হয়। যা গঠিত হয় নানা অংশের সমন্বয়ে তারই উপাদানসমূহের মুখাপেক্ষী থাকে। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ম্ভর অনিবার্যভাবে বিদ্যমান। মুখাপেক্ষিতা স্বয়ম্ভরতা এবং নিজ মহিমায় অনিবার্যিতভাবে বিদ্যমান সত্তা পরমুখাপেক্ষী হয় না। এটা তার সত্তাগত অবস্থানের পরিপন্থী। আল্লাহর সত্তা যখন দৈহিক বৈশিষ্টাদি বিমুক্ত তখন দেহের জন্য অবধারিত সুরতাকার হলেও বিমুক্ত। তাই স্বপ্নে আল্লাহ্ তাআলার দীদার আল্লাহর নূর সুন্দরতম সুরতে দৃষ্ট হয়।

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত ‘রূহ কি এবং কেমন, অনুবাদক: মাওলানা এ, কে, এম ফজলুর রহমান মুনশী’)

যিকির

কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করব। সূরা বাকারা, আয়াত:১৫২

তুমি আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রতিদান ও সফলতা আর কি হতে পারে? মানবের সৌভাগ্য ইহাতে নিহিত রয়েছে।

যারা দাড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে (তারা জ্ঞানী)। সূরা আল ইমরান, আয়াত–১৯১

তোমার প্রভুর যিকির কর বিনীতভাবে (কান্নার সহিত), ভীত বিহ্বল চিত্তে, অনুচ্চ স্বরে ভোরে ও সন্ধায় এবং কখনও উদাসীন হয়ো না। সূরা আরাফ, আয়াত:২০৫

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের সন্ধানে ঘোরাফেরা করেন। যখন তারা কোথাও আল্লাহর যিকিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাদের একজন অন্যজন্যকে ডেকে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তারা সবাই এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকস্থ আকাশ পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদের

জিজ্ঞাসা করেন, (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে বেশী জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তারা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলেন, হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলেন, যদি তারা আমাকে দেখতো? তারা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখতো, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করতো, আরও অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতো, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। তিনি বলেন, তারা আমার কাছে কি চায়?

তারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যদি তারা তা দেখতো তবে তারা কি করতো? তারা বলেন, যদি তারা তা দেখতো তাহলে তারা আরও বেশি জান্নাত পাওয়ার লোভ করতো, আরও অধিক চাইতো এবং তা পাওয়ার জন্য আরও বেশি উৎসাহী হয়ে উঠতো। আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যদি তারা তা দেখতো

তখন তাদের কি হত? তারা বলেন, যদি তারা তা দেখতো, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং আরও বেশি ভয় করতো। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না। বুখারী:৫৯৬৬

মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র)...আবূ মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি

এর উপরে উঠে উচ্চস্বরে বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ মূসা, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ বলে দিন। তিনি বললেন, তা হলো ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্’। বুখারী:৫৯৬৭

মুহাম্মদ ইবন আলা (র)...আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে, আর যে ব্যক্তি করে না, তাদের

দু’জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের। বুখারী:৫৯৬৫

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন ‘জুমদান’ পাহাড়ে আরোহন করে তিনি বললেন, তোমরা ভ্রমন কর, এটি ‘জুমদান’ পাহাড়। (মনে রেখো) নির্জনবাসীরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা? উত্তরে বললেন, বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরে রত পুরুষ ও নারী। মুসলিম:৬৬১৮

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে

জানাব না, যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে হত্যা করা ও তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চাইতেও উত্তম? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর যিকির। তিরমিযী:৩৩৭৭

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহর যিকির করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরুদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ্ তাআলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে

পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন। তিরমিযী:৩৩৮০

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, যিকির যাকে আমার নিকট প্রার্থনা হতে বিরত রাখে আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের অপেক্ষা অধিক দান ও পুরস্কৃত করে থাকি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মৃত লোকের মধ্যে জীবিত লোক যেরুপ, শুষ্ক তৃণের মধ্যে সবুজ বৃক্ষ যেরুপ এবং জিহাদ হতে পলাতক সৈন্যের তুলনায় বিজয়ী বীরপুরুষ যেরুপ, আল্লাহর যিকিরে বিরত লোকের মধ্যে যিকিরকারীও সেরুপ। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, বেহেশতবাসীগণের কোন বিষয়ে অনুতাপ থাকবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের যে

মুহূর্তটি আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে, সেজন্য অনুতাপ হবে।

যিকিরের হাকীকত

যিকির চারভাগে বিভক্ত। যথা–(১) যে যিকির শুধু মুখে করা হয়, অন্তর তা হতে অন্যমনস্ক ও উদাসীন থাকে। এরূপ যিকিরের প্রভাব খুব কম, কিন্তু একেবারে প্রভাবশূন্য নয়। কারণ আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত জিহ্বা অনর্থক বাক্যালাপে লিপ্ত জিহ্বা হতে উত্তম। (২) এই শ্রেণীর যিকির মনের মধ্যে হয়, কিন্তু হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল নয়। চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে হৃদয়কে যিকিরে লিপ্ত রাখতে হয়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর যিকির হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে ইহার উপর নিজের প্রবল প্রভাব

বিস্তারপূর্বক মনকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত রাখে এবং অনায়াসে মনকে অন্য কাজে লিপ্ত করা যায় না। ইহা মনের উত্তম অবস্থা। (৪) চতুর্থ শ্রেণীর যিকিরের অবস্থা, স্বয়ং আল্লাহ্ সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিরাজমান থাকেন এবং হৃদয় হতে তখন কোন যিকির ধ্বনি নির্গত হয় না। কারণ যে হৃদয় স্মরনীয় বিষয় স্বয়ং আল্লাহকে ভালবাসে এবং যে হৃদয় আল্লাহর যিকির ভালবাসে ইহাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। বরং যিকির ও যিকিরের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে অন্তর হতে বিদূরীত হয়ে কেবল যিকিরের বিষয় স্বয়ং আল্লাহ্ সমগ্র অন্তর জুড়ে বিরাজমান থাকলে তাকেই যিকিরের সর্বোচ্চ সোপান বলে।

আরবী, ফার্সী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষায় শব্দ উচ্চারণে যিকির হতে হৃদয় যখন একেবারে বিমুক্ত হয়ে যায় এবং অন্তর রাজ্যে একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্ বিরাজমান থাকেন ও সেখানে অন্য কোন কিছুর প্রবেশের স্থান না থাকে তখনই মানব যিকিরের সর্বোচ্চ মর্তবায় উপনীত হয়। মহব্বতের প্রাবল্যের ফলেই এই মর্তবায় উপনীত হওয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে আশিক একমাত্র মাশূকের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। মানুষ যখন এরূপ ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজেকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিস্মৃত হয় তখন তাসাওফের প্রথম ধাপে আরোহন করে।

সূফিগণ এই অবস্থাকে ফানা (বিলুপ্ত) ও নীস্ত (অনস্তিত্ব) বলেন। এই অবস্থায় আল্লাহর যিকিরের প্রভাবে ইহজগতের

যাবতীয় বস্তু তার নিকট হতে দূর হয়ে যায়। অবশেষে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়। আল্লাহর এরূপ বহু জগত আছে যে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, আমাদের নিকট এসব অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত হয়। আর যে সমস্ত জগত সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি এসব আমাদের নিকট অস্তিত্ব আছে বলে বিবেচিত হয়। এরূপ যদি কেহ নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায় তবে সে নিজেও নিজের নিকট অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সেরূপ যে অবস্থায় কারও নিকট একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত হয়, সে অবস্থায় তার নিকট কেবল আল্লাহ্ বিরাজমান থাকেন। এই দৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যখন পৃথিবী ও এই উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে

কেবল তাই দেখতে পাও এবং এছাড়া আর কিছুই দেখতে না পাও তখন তুমি মনে করবে এই সকল ব্যতীত আর কিছুই নাই, যা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তাই সমগ্র বিশ্ব। এরূপ সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণপূর্বক যিকিরকারী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই দেখতে না পেয়ে বলে উঠেন, সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই সোপানে উপনীত হলে যিকিরকারী ও আল্লাহর মধ্যে কোন প্রকার দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে না বরং আল্লাহর সাথে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লাভ হয়। ইহা তাওহীদের প্রথম ধাপ। পার্থক্য ও দ্বিত্ব সন্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কারণ পার্থক্য ও দ্বিত্ব এমন ব্যক্তিই দেখতে পায় যে ব্যক্তি পৃথক পৃথক দুইটি বস্তু উপলব্ধি করতে পারে এবং

নিজের ও আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে। মানব এই স্তরে উপনীত হলে ফেরেশতাগণের আকৃতি দেখতে পায়। ফেরেশতা ও নবীগণের আত্মাসমূহ সুন্দর আকৃতিতে তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এরূপ অবস্থা হতে নিজের অস্তিত্বে ফিরে এসে সে পার্থিব বস্তুসমূহ দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারলেও পূর্ব অবস্থার প্রভাব তার মধ্যে থেকে যায়। সেই অবস্থা লাভের আকাঙ্খা তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। পৃথিবী, পার্থিব বস্তুসমূহ এবং মানুষের যাবতীয় পার্থিব কার্য তার নিকট বিস্বাদ ও অপছন্দনীয় মনে হতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি সশরীরে মানব সমাজে বাস করে বটে, কিন্তু তার আত্মা মানব সমাজের গন্ডি ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করে।

ফানা ও নীস্তির উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত না হলে এবং কাশ্‌ফ হাসিল না হলেও আল্লাহর যিকির যদি হৃদয়ে প্রবল থাকে তবে ইহাকে সৌভাগ্যের পরশমণি বলা যায়। কারণ হৃদয়ে আল্লাহর যিকির প্রবল থাকিলে আপনা–আপনিই তার প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অবশেষে পৃথিবী ও পার্থিব যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা আল্লাহকে তার নিকট অধিকতর প্রিয় করে তোলে। ইহাই সৌভাগ্যের মূল। কেননা মৃত্যুকালে আল্লাহর দীদারের আকাঙ্খায় আল্লাহ্‌ প্রেমিকগণ তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার তারতম্য অনুসারে মৃত্যুতে আনন্দ লাভ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সংসারাসক্ত ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি তার ভালবাসার

তারতম্য অনুসারেই মৃত্যুকালে দুঃখ–যন্ত্রণা ভোগ করবে।

তসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, দরূদ ও ইস্তিগফার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা যে নেক কাজ করে কিয়ামত দিবসে তা মাপদন্ডে ওজন করা হবে। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ কলেমা এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় সাত আকাশ ও সাত যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থিত বস্তু রাখিলে উক্ত কলেমার পাল্লাই ভারী হবে।

আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি

একশত বার এ দু'আটি পড়বে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর" "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তারই জন্য আর তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান"। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব তার হবে। তার জন্য একশতটি সওয়াব লেখা হবে এবং একশতটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। ঐদিন সন্ধা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যা, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর

চেয়ে ঐ দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে। বুখারী:৩০৬৩

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললেন, সম্পদশালী লোকেরা উষ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নিয়ামতসমূহ লুটে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে? তারা বললেন, আমরা নামায পড়ি, তারাও নামায পড়ে। আমরা রোযা রাখি, তারাও রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান করে, আমরা দান করতে পারি না। আর তারা দাস মুক্ত করে, আমরা দাস মুক্ত করতে পারি না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু

শিখিয়ে দিব না যা করলে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে? যারা তোমাদের পিছনে পড়ে আছে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? তোমাদের মত কাজ না করে কেউ তোমাদের চেয়ে উত্তম হতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহ রাসূল, তা অবশ্যই বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নামাযের পরে তোমরা ৩৩ বার করে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলবে। মুসলিম:১২৩৫

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে ৩৩ বার তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার তাহমীদ 'আলহামদুলিল্লাহ', ৩৩ বার

তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ পাঠ করবে, এই ভাবে ৯৯ বার হওয়ার পর এবং ১ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ পাঠ করে শততম পূর্ন করবে। তার গুনাহসমুহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। মুসলিম:১২৪০

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্টমন্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জেনে রাখ! উক্ত বৈশিষ্টগুলো আয়ত্ত করা সহজ। সে অনুসারে অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা আমল করে থাকে। (এক) প্রতি ওয়াক্ত

(ফরয) নামাযের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। পাঁচ ওয়াক্তে মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশ বার এবং মীযানে (দাড়িপাল্লায়) দেড় হাজার বার হবে। (দুই) শয্য গ্রহণকালে তুমি ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' মোট ১০০ বার পাঠ করবে। ফলে তা মীযানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে একদিন ও একরাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহে লিপ্ত হয়? (এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)। সাহাবীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি এরূপ একটি ইবাদত কেন করবে না! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ

নামাযে অবস্থান থাকাকালে তার কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে, এটা মনে কর, ওটা মনে কর। ফলে সেই নামাযী নামায শেষ করে এবং উক্ত তাসবীহ আমল করার সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণ করে তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ পাঠ না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। তিরমিযী:৩৪১০

দরূদ

আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। সূরা আহযাব, আয়াত:৫৬

ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম ও আদম (র)...আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেহ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই। বুখারী:১৪

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। যথা – (১) আল্লাহ্ ও তার রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া, (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা, (৩) কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে

নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করা। বুখারী:১৫

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আ আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তুমি যতক্ষণ তোমার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না। তিরমিযী:৪৮৬

ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পাঠ করবে। তিরমিযী:৪৮৪

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধুসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। তিরমিযী:৩৫৪৫

আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম অথচ সে আমার প্রতি দরূপ পাঠ করল না। তিরমিযী:৩৫৪৬

আহমদ ইবন সালিহ...আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরে (আল্লাহর যিকর বা নামায হতে খালি) পরিণত করো না।

আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর সালাত (দরূদ) ও সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত (দরূদ) ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে থাকে। আবু দাউদ:২০৩৮

ইসহাক ইবন মানসূর (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশবার রহমত বর্ষন করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা দান করবেন। নাসাঈ:১৩০০

কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরে উঠলেন তখন তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ্ কবুল করুন। খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে নেমে এলেন, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে কখনও শুনিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরাইল (আ) এসে বলল, যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হলো না – সে বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্ কবুল করুন। দ্বিতীয় বার যখন তিনি বললেন, যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো কিন্তু সে আপনার উপর

দরূদ পাঠ করল না – সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্ কবুল করুন। তৃতীয় বার যখন তিনি বললেন, যে পিতা–মাতাকে অথবা তাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না – সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্ কবুল করুন। বায়হাকি:১৪৬৮

তওবা

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা ভুলবশতঃ পাপ কাজ করে এবং অতি সত্বর ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমা তাদের জন্য নয়, যারা পাপ কাজ করতে থাকে এবং যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন

ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তাদের জন্য ও ক্ষমা নয়, যাদের মৃত্যু হয় অবিশ্বাসী অবস্থায়। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। সূরা নিসা, আয়াত:১৭

যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহ পুন্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ামময়। সূরা ফুরকান, আয়াত:৭০

আবু বুরদাহ (রা)...ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মহান আল্লাহর নিকট তওবা কর। আমি নিজেও আল্লাহর নিকট দৈনিক একশত বার তওবা করি। মুসলিম:৬৬৬৭

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ বলেন, কোন বান্দা যখন গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর। তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে, সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, তিনি গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ্ আমার গুনাহ ক্ষমা কর। তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার বিশ্বাস আছে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ্ আমার গুনাহ ক্ষমা কর। তখন মহান আল্লাহ্

বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। যাও তুমি যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুসলিম:৬৭৮৭

আমর বিন মুররাহ বলেন, আমি আবু উবায়দাকে মুসা আশয়ারী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ রাতে নিজ হস্তকে প্রসারিত করে দেন যাতে দিনের অংশে পাপকারী বান্দা তওবা করে এবং দিনে নিজ হস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাতের অংশে পাপকারী বান্দা তওবা করে, যে পর্যন্ত না

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। মুসলিম:৬৭৯০

আবূ মা'মার...শাদ্দাদ ইবন উস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু'আ পড়া – 'আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতোয়া'তু আউযুবিকা মিং শারি্য মা সনা'তা আবুউ- লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাহ আংতা' – 'তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত

প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না'। যে ব্যক্তি সকাল বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে,সে জান্নাতী হবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধা বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়বে সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। বুখারী:৫৮৬৭

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক সংখ্যায় এই দোয়া পড়তেন–

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি' – মহান পবিত্র আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, তার নিকট তওবা করছি, নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে অধিক সংখ্যায় এই কথা বলতে দেখছি। তিনি বললেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমি অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে একটি নিদর্শন দেখতে পাব। যখন সেই নিদর্শন দেখতে পাই তখন অধিক সংখ্যায় এ দোয়া পাঠ করি। সেই নিদর্শন এই – 'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে, তুমি দেখতে পাবে, দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন তুমি

তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তার তাসবীহ কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী’। মুসলিম:৯৮১

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষন আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আকাশের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে

আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব। তিরমিযী:৩৫৪০

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ হারানো জিনিস ফিরে পেলে যতটা আনন্দিত হয়, তোমাদের কারও তওবায় (ক্ষমা প্রার্থনায়) আল্লাহ্ তাআলাও তার চাইতে অধিক আনন্দিত হন। তিরমিযী:৩৫৩৮

তারা পাপী, যারা আল্লাহর অবাধ্য বান্দা, আল্লাহর সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তারা

তা ভঙ্গ করে, আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সঠিক পথ-প্রাপ্তি হতে তারা বঞ্চিত। পাপী দুই প্রকার। যথা- (১) কাফের পাপী, (২) অবাধ্য মুমিন।

কাফের পাপী হচ্ছে সে, যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে নাই। বরং সম্পূর্ণরূপে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত এবং গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। সে তার প্রতিপালকের হুকুমকে পরিত্যাগ করে কুফর অবলম্বন করে।

অবাধ্য মুমিন হচ্ছে সে, যে ব্যক্তি মদ পান করে, রিযিকের ব্যপারে হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী পরিহার করে পাপাাচারে লিপ্ত থাকে, কিন্তু এ সবকিছু করা সত্ত্বেও সে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় না।

ঈমান এনে তওবা না করা পর্যন্ত হাজার অনুতাপ করলেও কাফের পাপীর ক্ষমার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে অবাধ্য মুমিন মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম হতে বিরত হয়ে তওবা ও অনুশোচনা করলে ক্ষমার আশা করা যায়। লোভ–লালসা ও কাম–প্রবৃত্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়াত সহযে লাভ হয়। কিন্তু অহংকার ও আত্মগৌরবে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়াত সহযে লাভ হয় না। সুতরাং তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে তওবারত অবস্থায় থাক, তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে গ্রাস করে না ফেলে।

কোন তওবাকারী ব্যক্তির তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে পূর্ণ

নিশ্চয়তা সহকারে যদিও কিছু বলা যায় না, তবুও তওবা কবুলের কিছু লক্ষণ আছে। তা হলো, তওবা ও অনুতাপের পর বান্দা সর্বদা পাপমুক্ত থাকবে, অযথা আনন্দ–উল্লাস থেকে বিরত থাকবে, অন্তরকে সকল ব্যাধি হতে পবিত্র রাখবে, নিজকে সর্বদা আল্লাহর সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সৎ ও জ্ঞানী লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করবে, অসৎ পরিবেশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে, দুনিয়ার স্বল্প পরিমান সম্পদকে সে যথেষ্ট বরং অধিক জ্ঞান করবে, কিন্তু আখেরাতের জন্য কৃত অধিক আমল ও ইবাদতকে সামান্য ও অপ্রতুল মনে করবে, জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবে, নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ধ্যানমগ্ন থাকবে, অতীত জীবনের কৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহর দরবারে

কান্নাকাটি করবে। তওবা ও অনুতাপের পর যদি কেহ নিজের মধ্যে এসব লক্ষণ দেখতে পায়, তাহলে সে বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহর দরবারে তার তওবা কবুল হয়েছে।

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত মুকাশাফাতুল কুলুব–১ম খন্ড, অনুবাদক–মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ)

কোরআন তেলাওয়াত

পাঠ কর, তোমার পালনকর্তার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, তোমার পালনকর্তা সম্মানীত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না। সূরা আলাক্ব, আয়াত: ১–৫

নিশ্চয়ই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এ কোরআন সহয করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী? সূরা কামার, আয়াত: ১৭

আমি এই কোরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এবং এতে সতর্কবাণী বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যেন তারা ভয় করে অথবা এটি তাদের জন্য উপদেশ হয়। সূরা তাহা, আয়াত: ১১৩

যদি আমি এই কোরআন আ'জামী (বিদেশী) ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তারা অবশ্যই বলত, এ বাণী সমুহ বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে এর ভাষা আ'জামী অথচ রাসূল আরবীয়। বল, বিশ্বাসীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও (অন্তরের) রোগের প্রতিকার। সূরা হামীম সিজদাহ, আয়াত: ৪৪

কোন রাসূলকেই তার সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করি নি, যেন সে তাদের নিকট পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, তিনি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়। সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৪

আমি এই কল্যাণময় কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন মানুষ এর বাণী সমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। সূরা সোয়াদ, আয়াত:২৯

তারা কেন কোরআন সম্পর্কে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে না? তাদের হৃদয় কি তালাবদ্ধ? সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:২৪

হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)...উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। বুখারী:৪৬৫৭

আদাম ইবন আবূ ইয়াস (র)...আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যখন ঊটটি চলছিল, তখন আমি তাকে তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি ‘সূরা ফাতহ’ এর অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দময় সুরে পাঠ করছিলেন। বুখারী:৪৬৭৮

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে,

তার উপর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়, তাকে রহমত আচ্ছন্ন করে, রহমতের ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ফেলে এবং মহান আল্লাহ্‌ তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের সাথে তার কথা আলোচনা করেন। আর যে ব্যক্তির আমল উপরোক্ত মহৎ কার্যাবলী থেকে পিছনে থাকবে, তার বংশ গৌরব তাকে আগে বাড়িয়ে দিবে না। মুসলিম:৬৬৬১

আমর ইবন খালিদ (র)...বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দুইটি রশি দিয়ে তার পাশে বাধা ছিল। তখন এক খন্ড মেঘ এসে তার উপর ছায়া বিস্তার করল। মেঘখন্ড ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। ভোর বেলা

যখন লোকটি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল। বুখারী:৪৬৪৩

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে উসাইদ ইবনে হুদায়ের তার ঘোড়ার আস্তাবলে কুরআন পাঠ করছিলেন। এমন সময় তার ঘোড়া লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলো। তিনি (কিছুক্ষণ পরে) পুনরায় পাঠ করতে থাকলেও ঘোড়াটিও পুনরায় লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলো। উসাইদ ইবনে হুদায়ের বলেন, এতে আমি আশংকা করলাম যে ঘোড়াটি ইয়াহইয়াকে পদপিষ্ট করতে পারে। তাই আমি উঠে তার কাছে গেলাম। হঠাৎ

আমার মাথার উপর মেঘের মত কিছু দেখতে পেলাম। তার মধ্যে অনেকগুলো প্রদীপের মত জিনিস আলোকিত করে আছে। অতপর এগুলো উপরের দিকে শূন্যে উঠে গেল এবং আমি আর তা দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে ঘটনা বললাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা শুনে বললেন, ওসব ছিল ফেরেশতা। তারা তোমার কুরআন শুনছিল, তুমি যদি পড়তে থাকতে তাহলে ভোর পর্যন্ত তারা সেখানে থাকতো এবং লোকজন তাদেরকে দেখতে পেতো, তারা লোকজনের আড়াত হতোনা। মুসলিম:১৭৩৬

আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা বাকারা এবং আল-ইমরান পাঠ কর, কিয়ামতের দিন এ দুটি সূরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খন্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দুই ঝাঁক উড়ন্ত পাখি যা পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। মুসলিম:১৭৫১

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন। সেই সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচন্ড শব্দ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি

আকাশের দরজা। আজকেই এটি খোলা হল, ইতিপূর্বে আর কখনও খোলা হয়নি। সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। এই দিনের পূর্বে আর কখনও তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আপনাকে দেয়া দুটি আলোর সংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দুইটি নূর হল সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন। তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে। মুসলিম:১৭৫৪

মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (র)...আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কুরআন পাঠ

কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব? অথচ তা আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি 'সূরা নিসা' পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলাম 'চিন্তা কর, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং সকলের উপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কি করবে।' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এইটুকুই যথেষ্ট। আমি তার চেহারার দিকে তাকালাম, দেখলাম, তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরছে। বুখারী:৪৬৮১

মুসাদ্দাদ (র)...আবূ মুসা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন কুরআন পাঠ করে

এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তার উদাহরণ ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে মন মাতানো। বুখারী:৪৬৯০

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন কিয়ামত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাকে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাকে পোশাক দিন। তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। প্রতি

আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তিরমিযী:২৯১৫

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (আখিরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে এবং এটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়, সে দুটি পুরস্কার পাবে। তিরমিযী:২৯০৪

কোরআন বুঝার পথে আবরণ হচ্ছে , এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া যে, কোরআনের অক্ষরসমূহকে মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকেই উচ্চারণ করা উচিত। ক্বারীদের উপর নিয়োজিত একটি শয়তান এ ব্যাপার তদারক করে থাকে, যাতে সে ক্বারীদের প্রচেষ্টা কোরআনের অর্থ বুঝা থেকে অন্য দিকে

ফিরিয়ে রাখে। সে ক্বারীদেরকে প্রত্যেকটি অক্ষর বার বার উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে যে, অক্ষরটি এখনও সঠিক মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়নি। সুতরাং যে ক্ষেত্রে ক্বারীদের প্রচেষ্টা ও চিন্তাভাবনা কেবল অক্ষরসমূহের মাখরাজেই সীমিত থেকে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কোরআনের অর্থ কিরূপে প্রকাশিত হবে? যে ব্যক্তি শয়তানের এধরনের প্রতারণার শিকার হয়, সে ক্ষেত্রবিশেষে শয়তানের একজন অনুসারীরূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে। যে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে, তার দৃষ্টিপাতে কিছুটা গোপন শিরক থাকবে। অথচ খাঁটি তওহীদ

হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না করা।

কোরআন তেলাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী এই ধারণা করবে যে, সে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে তেলাওয়াত করছে, আল্লাহ্ তা দেখছেন এবং তেলাওয়াত শুনছেন। এ স্তরে তেলাওয়াতকারীর মধ্যে প্রার্থনা, নম্রতা ও অক্ষমতার অবস্থা প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, সে নিজের অন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন, স্বীয় কৃপায় তাকে সম্বোধন করেন এবং অনুগ্রহবশত তার কাছে গোপন রহস্যের কথা বলেন। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকারী লজ্জা, সম্মান প্রদর্শন, শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে অবস্থান করবে। তৃতীয় স্তর হচ্ছে,

তেলাওয়াতকারী কালামের ভিতরে এ কালাম যার সেই আল্লাহকে দেখবে, সে আল্লাহর তেলাওয়াত শুনবে এবং শব্দের মধ্যে তার গুণাবলী প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। নিজেকে দেখবে না, নিজের কেরাতের প্রতি লক্ষ্য করবে না এবং নিজের উপর নেয়ামত সম্পর্কেও ধ্যান করবে না বরং সমগ্র শক্তি ও চিন্তা আল্লাহর রহমতে সীমিত ও নিবদ্ধ করে দেবে। এটা নৈকট্যশীলদের স্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীনের স্তর। যে কেরাত এই তিন স্তরের বাহিরে থাকে, সেটা গাফেলদের কেরাত।

কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক আরবী ভাষা বুঝেই কোরআনের তাফসীর করতে প্রবৃত্ত হয় এবং শ্রবণ ও বর্ণনাকে কাজে না লাগায় তবে সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজস্ব

মতামতের ভিত্তিতে তাফসীর করে। হাদীসে এরূপ তাফসীরই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোরআনের অপার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা নিষিদ্ধ করা হয়নি। বাহ্যিক তাফসীর তথা শব্দাবলীর অনুবাদ জানা অর্থসম্ভারের স্বরূপ বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। 'তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন।' এতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের শাস্তিদাতা কিরূপে বুঝ? আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের হাতকে সক্রিয় করেন, তাই তিনি শাস্তিদাতা। তাহলে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ কি? এসব অর্থের স্বরূপ এলমে মুকাশাফার এক অথৈ সমুদ্র মন্থন করেই

জানা যায়। বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ এতে উপকারী নয়। এটা জানার জন্য প্রথমে বুঝতে হবে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কুদরত তথা সামর্থের সাথে জড়িত। এ কুদরত আল্লাহ্ তাআলার সাথে সংযুক্ত।

ইমাম জাফর সাদেক (র) তৃতীয় স্তর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তার কালাম সৃষ্টির জন্য আপন জ্যোতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সৃষ্টি তা দেখে না। একবার তিনি নামাযে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে কেউ তাকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমি আয়াতটি বার বার মনে মনে পাঠ করছিলাম। অবশেষে আমি মুতাকাল্লিম আল্লাহর কাছ থেকে শুনলাম। ফলে তার কুদরত দেখার জন্য আমার দেহ স্থির থাকতে পারেনি। এ স্তরে

মিষ্টতা এবং মোনাজাতের আনন্দ অত্যাধিক অর্জিত হয়। এ কারণেই একজন দার্শনিক বলেন, আমি কোরআন পাঠ করতাম, কিন্তু মিষ্টতা অনুভব করতাম না। অবশেষে এভাবে পাঠ করলাম যেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ থেকে শুনছি। তিনি তার সহচরগণকে শুনাচ্ছেন। এরপর আর এক স্তর উপরে উঠে এভাবে পাঠ করলাম যেন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছেন আর আমি শুনছি। এরপর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আরও একটি স্তর দান করলেন। এখন আমি কোরআন মুতাকাল্লিাম আল্লাহর কাছ থেকে শুনি এবং এমন মিষ্টতা ও আনন্দ অনুভব করি, যাতে সবর করা যায় না।

তাক্ওয়া (গুনাহ থেকে বেচে থাকা)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিৎ, আগামীকালের (পরকালের) জন্য সে কি পাঠিয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তাদেরকে আত্মভোলা করেছেন। তারাই পাপী। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম। যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়ে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেছে। সূরা হাশর, আয়াত:১৮

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাশীল যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের খবর রাখেন। সূরা হুজুরাত, আয়াত:১৩

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে পার্থক্যকারী (ন্যায়-অন্যায়) জ্ঞান দান করবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবেন এবং ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। সূরা আনফাল, আয়াত:২৯

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পরিত্রাণের পথ বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে

নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। সূরা তালাক, আয়াত:২

শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তারা মুত্তাকী, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পাপকাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ফলে তখনই তাদের চক্ষু (জ্ঞান চক্ষু) খুলে যায়। সূরা আরাফ, আয়াত:২০০

মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখ নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও। আল্লাহর কথায় কোন

পরিবর্তন নেই। এটা হচ্ছে মহা সফলতা। সূরা ইউনুস, আয়াত:৬২

আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। সূরা বাকারা, আয়াত:২৮২

যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং ভয় কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। সূরা নিসা, আয়াত:১২৯

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দিবেন। সূরা তালাক, আয়াত:৪

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপসমূহ মুছে দিবেন এবং

তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। সূরা নিসা, আয়াত:৫

নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে। সূরা ইউনুস, আয়াত:৬

তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতি), হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। সূরা বাকারা, আয়াত:১৯৭

মুত্তাকীগণ জান্নাতে ও নহরসমূহে থাকবে এবং প্রকৃত সম্মানের আসনে, পরাক্রমশালী বাদশাহের সান্নিধ্যে। সূরা কামার, আয়াত:৫৪

ওমর (রা) উবাই ইবনে কাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকওয়া কি? তিনি বললেন, যে পাহাড়ের দুই ধারে কাঁটাযুক্ত বন আর মাঝখানে সরু রাস্তা। সেখানে কিভাবে পথ চলতে হবে? ওমর (রা) বললেন, শরীরে যেন কাঁটা না বিঁধে এমন সর্তকতার সঙ্গে পথ চলতে হবে। উবাই ইবনে কাব বললেন, এটাই তাকওয়া।

মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আল মুকাদ্দামী (র)...সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হিফাযত

করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। বুখারী:৬০৩০

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ অধিক পাঠ করতেন, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব! ছাব্বিত কালবি আলা দীনিকা – হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান এনেছি। আপনি কি আমাদের ব্যাপারে কোন রকম আশংকা করেন? তিনি বললেন, হ্যা, কেননা, আল্লাহর পবিত্র দুই আঙ্গুলের মধখানে আমাদের অন্তর অবস্থিত।

তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। তিরমিযী:২১৪০

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ আবার স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহর পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোয়া কখনো একত্র হবে না। তিরমিযী:২৩১১

আবু যর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যা (অদৃশ্য জগতের) দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আকাশ চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য।

তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমান জায়গাও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার জন্যে অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে খুব কমই হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। স্ত্রী উপভোগ হতে বিরত থাকতে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ্ তাআলার সামনে কাকুতি-মিনতি করতে। তিরমিযী:২৩১২

মুমিনদের বল, তারা যেন তাদের চোখ নামিয়ে রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। সূরা নূর, আয়াত:৩০

মানুষ যে জিনিসের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই জিনিসের সাথেই তার হৃদয় এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন চামড়ায় রং লাগলে তা আর উঠতে চায় না। যদি তোমার দৃষ্টি কোন অনুমোদিত আনন্দ ও সম্ভোগের জিনিসের উপর পড়ে, তাহলে মন অধিকাংশ সময় তারপ্রতি আকৃষ্ট থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ শয়তানের তীরসমূহের একটি বিষাক্ত তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইবাদতের পরিপূর্ণ স্বাদ দান করেন।

কানকে মন্দ, অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় শুনা থেকে বিরত রাখতে হবে। মন্দ

ও খারাপ কথা শুনলে তা অন্তরে ধোকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। এমনকি এর ফলে শরীরেও তার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে এবং মন–প্রাণ সে প্রতিক্রিয়ার সাথে দুলতে থাকে। মানুষের অন্তরে যে কথা প্রবেশ করে, তা পেটে খাদ্য গ্রহণের ন্যায়। খাদ্য যেমন মানুষের জন্য উপকারী হয় আবার ধ্বংসকারীও হয়, তেমনি কথা বা আলোচনা মানুষের উপকারও করে, আবার ক্ষতিও করে। সুখাদ্য মানুষের উপকার করে কিন্তু খাদ্যরূপ বিষ মানুষকে ধ্বংস করে। তেমনি প্রয়োজনীয় ও উপদেশমূলক কথা মানুষের উপকার করে, তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে কিন্তু অনর্থক ও মন্দ কথা মানুষের ক্ষতি করে, তা মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের এমন সব

ধোকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করবে, যা ধীরে ধীরে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আল মুকাদ্দামী (র)...সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মধ্যবর্তী বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। বুখারী:৬০৩০

সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন অঙ্গ সম্পর্কে আমার সবচাইতে বেশী সতর্ক থাকা

উচিত? তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, ‘এটা’।

বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগনের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। হে বিশ্বাসীগণ, কোন সম্পদ্রায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকাররিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেউ বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা পাপকাজ, যারা এই

ধরনের আচরণ হতে বিরত না হয়, তারাই অত্যাচারী। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সন্দেহ করা হতে দূরে থাক, কারন কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ করা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না, একে অপরের নিন্দা (গিবত) করো না, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চায়? বস্তুত তোমরা তা ঘৃণা কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু। সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি দোযখে একদল লোককে মৃত মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করতে দেখে জিব্রাইল (আ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা

তারা, যারা মানুষের গীবত করতো। যখন মন কোন অনর্থক অপ্রয়োজনীয় ও মন্দ কথায় লিপ্ত হতে চায়, তখন তাতে লিপ্ত না হয়ে বরং আল্লাহর যিকির কর নতুবা চুপ থাকো। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে সক্ষম নয়, নিশ্চয়ই সে অপরের গীবতে লিপ্ত হবে। গীবত নেকীকে ধ্বংস করে দেয়।

তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। সূরা হাদীদ, আয়াত : ৪

তিনি যেমন চোখের চুরি সম্পর্কে অবগত আছেন তেমনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন। সূরা মুমিন, আয়াত:১৯

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের দেহ-আকৃতির প্রতি দৃষ্টি দেন না, তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

অন্তর বাদশাহ সদৃশ। মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের অধীন প্রজা। সুতরাং অন্তরকে যদি ইবাদতের যোগ্য করা যায়, তাহলে তার প্রভাব সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গেই প্রকাশিত হবে। বাদশাহ যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তাহলে প্রজাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই সোজা পথে পরিচালিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের শরীরে গোশতের একটি টুকরা রয়েছে। যখন সে টুকরাটি ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীরই ঠিক থাকে। আর যখন সেটি খারাপ হয়ে যায় তখন সারা শরীরই

খারাপ হয়ে যায়। সেই গোশতের টুকরাটি হল অন্তর।

চারটি বৈশিষ্ট মানুষের অন্তরে অসুস্থতা বিধান করে। যথা- (১) অতিরিক্ত আশা, (২) দ্রুততা, (৩) হিংসা, (৪) অহংকার।

চারটি বৈশিষ্ট মানুষের অন্তরে সুস্থতা বিধান করে। যথা- (১) আশা পরিত্যাগ করা, (২) স্থিরতা, (৩) সৃষ্টির কল্যাণ কামনা (৪) বিনীত ও নম্র স্বভাব অবলম্বন।

তোমরা পৃথিবীতে অহঙ্কারের সহিত চলাফেরা করো না, যেহেতু তুমি ভূপৃষ্ঠ ভেদ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়ও তুমি কখনও পর্বত সমান হতে পারবে না। এ সমস্ত অন্যায় কাজ তোমার পালনকর্তার নিকট

অপছন্দীয়। সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৩৭

পৃথিবীতে যারা অহঙ্কার করে বেড়ায়, আমি শীগ্রই তাদেরকে আমার নিদর্শন হতে বিমুখ করব এবং যদি তারা আমার সমস্ত নিদর্শন দেখে, তবুও তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যদি তারা সৎপথ দেখে, তবুও তারা ঐপথ গ্রহণ করবে না এবং যদি ভ্রান্ত পথ দেখে, তবে তারা সেই পথই গ্রহণ করবে। এটা এই জন্য যে, তারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে এবং সে সম্পর্কে তারা উদাসীন। সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৬

হে বিশ্বাসীগণ, মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর এসবই শয়তানের কাজ, কাজেই তোমরা তা ত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান মদ ও জুয়া

দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন ও নামায হতে বিরত রাখতে চায়, কাজেই তোমরা কি এসব পাপকাজ থেকে বিরত হবে না? সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৯০

তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট এ জন্যে উপস্থাপিত করো না, যাতে তোমরা অন্যায়ভাবে তা গ্রাস করতে পার। সূরা বাকারা, আয়াত :১৮৮

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সফলকাম হও এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সূরা ইমরান, আয়াত : ১৩০

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত সৌভাগ্যের পরশমনি–১ম খন্ড, অনুবাদক: আব্দুল খালেক)

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ

এ দুইয়ের সমষ্টিকে একত্রে হক্কুল ইসলাম বলে। হক্কুল্লাহর সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলার সাথে এবং হক্কুল ইবাদ বান্দার সাথে। হক্কুল্লাহ লংঘিত হলে তওবা দ্বারা মাফ হয় কিন্তু হক্কুল ইবাদ তওবা দ্বারা মাফ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করবে। হক্কুল ইবাদের এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও তার প্রতি মানুষ উদাসীন। মানুষ এটাকে দ্বীনের কাজই মনে করে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই, তাকে যুলুম-নির্যাতন করে না, অন্যের হাতে অত্যাচারিত হতে দেয় না। যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার প্রয়োজন মিটাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট-বিপদ দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার কোন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের

দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, আমরা দরিদ্র ঐ ব্যক্তিকে বলি, যার নিকট কোন ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র সে ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে স্বীয় নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের ন্যায় নেক আমল নিয়ে আসবে। কিন্তু এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, সে দুনিয়াতে কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে প্রহার করেছিল। এখন সে সব হকদার ও পাওনাদারকে অত্যাচারের

বিনিময়ে তার সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। যদি বিনিময় আদায়ের পূর্বে সওয়াব শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারদের গোনাহ (পাওনা পরিমান) তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী রচিত তাসাওউফ)

বান্দার প্রতি যুলুমের কাফফারা

ইসমাঈল (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে।

কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ তার উপর ছুড়ে মারা হবে। বুখারী-৬০৯০

যাকে তুমি মুখ বা হাত দ্বারা দুঃখ-কষ্ট দিয়েছ, যার গীবত করেছ, তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। কারও নিকট ঋণী থাকলে ঋণ পরিশোধ করবে। হকদারের হক আদায় করতে অক্ষম হলে অধিক পরিমানে ইবাদত করবে এবং দান করবে। ইহকালে এত অধিক ইবাদত করবে এবং দান করবে যেন কিয়ামতের দিন এই ইবাদত দ্বারা উক্ত প্রকার ঋণ পরিশোধের পরও নিজের মুক্তির পরিমান ইবাদত ও দান অবশিষ্ট থাকে।

(ইমাম গাজ্জালী (র) রচিত সৌভাগ্যের পরশমনি–৪র্থ খন্ড,, অনুবাদক: আব্দুল খালেক)